বিশ্ববাণী

Vol. 25 - Issue 5 | May 2024 | Rs. 10/-

যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার!
কে বপন করে?
কে জল সেচন করে?
কে বৃদ্ধিতে সাহায্য করে?

May 2024

Vishwa Vani Samarpan
A Loving Epistle To The Praying Hearts

বিশ্ববাণী সমর্পণ পত্রিকা, প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, গুজরাটী, তামিল, মালায়ালাম, কোকবোরক, সৌরা, কানাড়ী, তেলেগু, মারাঠী এবং ইংরাজী ভাষায়।
বার্ষিক অনুদান মাত্র ১০০ টাকা।

PUBLICATION OFFICE:
1-10-28/247, Anandapuram, Kushaiguda,
ECIL Post, Hyderabad. Ph: 040-27125557.
Email: samarpan@vishwavani.org

ADMIN. OFFICE:
20, Raghul Street, T.M.P. Nagar, Pudur,
Ambattur, Chennai-600053.
Ph: 044-26869200.
Email: vishwavaninet@vishwavani.org

সূচীপত্র

০২ ... ভেবে দেখার কয়েকটি বিষয় ...
০৩ ... প্রধান কার্য্যনির্বাহী ...
০৭ ... বিশেষ প্রতিবেদন ...
১২ ... সভাপতির পক্ষ থেকে ...
১৪ ... পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে ...
২২ ... প্রেয়ার নেটওয়ার্ক ...
২৫ ... ক্ষেত্র সমাচার ...
৩৪ ... সাম্প্রতিক সমাচার ...

এমিল আন্নান

ভেবে দেখার কয়েকটি বিষয়...

- এমন পরিচর্য্যা কাজের অর্থ হাতে বাইবেল এবং মুখে প্রভু যীশুর নাম!
- মানুষ নত না হয়ে কখনো চারা রোপন করতে পারে না, এবং নম্র না হয়ে কাজ করতে পারে না।
- যখন মানুষ মাইনে দেখে কাজ করে তখন তা কোন সংস্থা; কিন্তু মানুষ যখন পুরস্কারের কথা চিন্তা না করে কাজ করে তখন তা সোসাইটি!
- সময় প্রকাশ করবে কোন কর্মী বেশ ধরে আছে নাকি সে সত্যই যীশুর ক্ষত চিহ্ন সকল বহন করে।
- দাবী করে পয়সা আদায় করা ভিক্ষার তুল্য, কিন্তু না চাইলেও যখন লোকে দান করে তখন তা দান।
- যখন বাক্য রূপ বীজ বপন করা হয় তখন মণ্ডলী গড়ে ওঠে, শত্রুতা বেড়ে ওঠে যখন মানুষ নিজের কথা বলে।
- অনুগ্রহ বিহীন মানুষ বপন করে না, প্রেম বিহীন মানুষ তাতে জল সেচন করে না।
- জল বিনা শস্য শুকিয়ে যাবে, চোখের জল ছাড়া পরিচর্য্যা কাজও শুকিয়ে পড়বে!

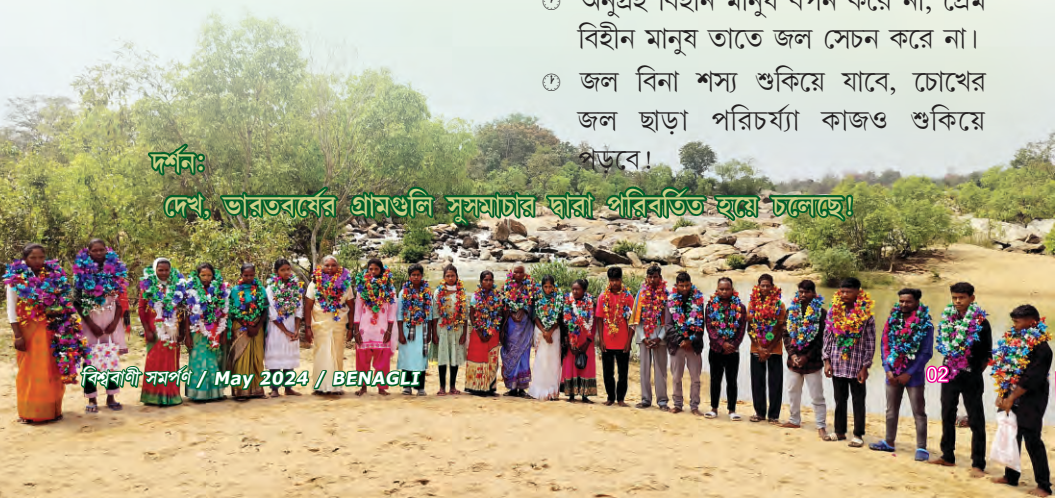

দর্শনঃ
দেখ, ভারতবর্ষের গ্রামগুলি সুসমাচার দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে!

প্রধান কার্য্যনির্বাহী পরিচালকের পক্ষ থেকে...

প্রিয়তমেরা, প্রভু যীশুর নামে আপনাদের সম্ভাষণ জানাই যিনি উপযুক্ত সময়ে বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বর।

আমি যখনই তোমাদের স্মরণ করি তখনই ঈশ্বরের প্রশংসা করি:

ফিলিপীয় ১:২-৬ অনুসারে আমি কালি কলমে লেখার পূর্বেই আপনাদের খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম, প্রচেষ্টা, স্বেচ্ছাদান স্মরণ করি। আমি প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর আপনাদের পরিবারকে প্রচুররূপে আশীর্বাদ করেন, যেন আপনাদের সন্তানদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়, যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তারা যেন উচুঁ ক্লাসে উত্তীর্ণ হয় এবং দিনে দিনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে যেন তারা উপযুক্ত সঙ্গী লাভ করে এবং পিতা মাতা হয়ে যেন সন্তান সন্ততি লাভের আশীর্বাদ লাভ করে। আমার প্রার্থনা যেন তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করে এবং পরিবারের সবাই যেন সুস্থ থাকে এবং পরিবারের মস্তক যেন যথেষ্ট আয় করতে পারেন। তারা এই বিশ্বাসে যেন এগিয়ে যেতে পারে যে ঈশ্বর তাদের পরিবারের পরিচালন দাতা এবং তাদের কোন কিছুরই অভাব হবে না। প্রভু তাদের পরিবারের সদস্যদের রৌদ্রের প্রখরতা হতে রক্ষা করুন এবং সর্ববিষয়ে সন্তুষ্ট থাকতে শিক্ষা দেন।

খ্রীষ্ট আমাদের শক্তি যোগান:

আমি প্রতিটি প্রদেশের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে রত কর্মীদের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি কারণ তিনি ফিলিপীয় ৪:১৩ পদটি ধ্যান করতে এবং সেই অনুসারে প্রার্থনা এবং পরিকল্পনা করতে সাহায্য করেছেন যেন আমরা এই আর্থিক বছরে আমাদের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারি। এই আর্থিক বছরের যে লক্ষ্যমাত্রা তা হলো ৭০০০টি গ্রামে সুসমাচার প্রচার করা। উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত প্রতিনিধিরা প্রতিটি বিশ্বাসীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তাদের প্রার্থনা এবং আর্থিক অনুদানে মিশনারীরা গ্রামে গ্রামে সুসমাচার প্রচার করতে সক্ষম হবে। যারা মন্দ আত্মার দ্বারা কবলিত তারা মুক্ত হবে। অজ্ঞতার অন্ধকার প্রকৃত জ্যোতির কাছে দূর হয়ে যাবে। মহানন্দ এবং সমৃদ্ধি উপছে পড়বে। যারা পাপ হতে অনুতাপ করে তাদের নাম ঈশ্বরের জীবন পুস্তকে লিখিত হবে এবং তারা অনন্তকালীন সম্মানে ভূষিত হবে।

মিশনারী কাজে ঈশ্বরের সাহায্য:

মিশনারী কাজে যে বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি তা পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করে। কোন মানুষ তার জন্য গৌরব নিতে পারে না। ১করিন্থীয় ৩:৫ পদে বলা হয়েছে, "কেবল পরিচারকদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হয়েছ; আর এক এক জনকে প্রভু যেমন কাজ দিয়েছেন," এরই পরে পৌল ৬ এবং ৭ পদে বলেছেন, অতএব রোপক কিছু নয়, সেচকও কিছু নয় কিন্তু বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বরই সার।" আমাদের কখনই ভুললে চলবে না যে আমরা ঈশ্বরের সাথে কাজ করে চলেছি।

১। মিশন ক্ষেত্রে বৈচিত্র:

যীশু মথি ১৩:১-৯ পদে বলেছেন যে নানা প্রকার পরিচর্য্যা কাজ রয়েছে। প্রেরিত পৌল পত্রে পাঁচ ধরণের পরিচর্য্যা কাজের কথা বলেছেন (ইফিষীয় ৪:১১- ১৩)। একজন চাষী ক্ষেত কর্ষণ করে আর একজন গাছ লাগায় আবার আরেকজনের কাজ হলো জল সেচন করা। পৌল যখন মণ্ডলীর সাথে কোন মানুষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের তুলনা করেছেন তখন তিনি প্রতিটি অঙ্গের মূল্যের সাথে সাথে মণ্ডলীর প্রতি জনের মধ্যে যে কাজের বৈচিত্র থাকবে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো ভারতবর্ষের সেইসব গ্রামগুলিতে সুসমাচার প্রচার করা, যেখানে এখনও কেউ সুসমাচার শ্রবণ করেনি।

২। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে ঐক্য:

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যে কোন ধরণের পরিচর্য্যা কাজ করি না কেন আত্মা রূপ শস্য ছেদন করাই আমাদের লক্ষ্য। সাধু পৌল কখনই কারো সাথে প্রতিযোগিতা করেননি বরং তারা সবাই খ্রীষ্টের নেতৃত্বের অধীনে তাদের কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। পরিচর্য্যা কাজে বিভিন্ন বিষয় থাকলেও সেখানে আত্মার মাধ্যমে ঐক্য ছিল (১করিন্থীয় ৩:৭-১০)। বিশ্ববাণীর ৯টি বিভাগের মিশনারীরা, সেইসাথে প্রার্থনার দল, নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকেরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি যেন সুসমাচার বিস্তার লাভ করে।

৩। আত্মায় নম্রতা:

সুসমাচার ঘোষণা করার জন্য আমাদের মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু যারা ভুলে যায় এবং অস্বীকার করে যে ঈশ্বরই এই বৃদ্ধি দান করেন তারা গর্বিত চিত্ত। যে গৌরব ঈশ্বরের প্রাপ্য তা যেন মানুষ স্পর্শ না করে। ঈশ্বরই কোন মানুষকে আয় করার সুযোগ করে দেন। মানুষ আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবল তা বড়ো কথা নয়। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে কি বলেন আর সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যদি বলেন, বেশ আমার বিশ্বস্ত উত্তম দাস! তবেই আমদের জীবন স্বার্থক। এমনকি বর্তমানেই যে বোনে এবং যে কাটে তারা উভয়েই অনন্ত জীবনের জন্য তা করে কারণ তারা একসঙ্গে শস্য তুলবে (যোহন ৪:৩৬)। আমরা অযোগ্য দাস কেবল আমাদের কর্তব্য করেছি।" (লূক ১৭:১০)। উহাকে বৃদ্ধি পাইতে হইবে এবং আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে।" (যোহন ৩:৩০)। আমরা যদিও গাছ লাগায় এবং আরেকজন তাতে জল সেচন করি তথাপি প্রভু যীশু শস্য ক্ষেত্রের প্রভু , যিনি বৃদ্ধি দান করেন।

আমাদের পরিচর্য্যা কাজ নির্বাহে যে দর্শন তাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন:

১। স্বেচ্ছা প্রতিনিধি, প্রার্থনার দলের দায়িত্বে যিনি আছেন:

১) আমাদের এমন মানুষের প্রয়োজন যারা খ্রীষ্টিয়ান জীবনের অঙ্গ হিসাবে প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য পাঠ এবং প্রার্থনা করবে।

২) কোন প্রকার জাতপাত, মণ্ডলী বা সম্প্রদায় না দেখে পরিচর্য্যা কাজ করা কর্তব্য।

৩) আপনি একসাথে প্রার্থনা করে এবং আপনার অঞ্চলের পরিচর্য্যা কাজের অংশীদারদের সাথে দেখা করে তাদের এলাকার মাসিক দান সংগ্রহ করে এবং রসিদ দিয়ে বিশ্বাসীদের সাহায্য করতে পারেন।

৪) আমরা যুবক যুবতীদের আহ্বান করি যারা তাদের কার্য্যকারী দর্শন দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক

হিসাবে কাজ করতে চান।

২। পরিচর্য্যা কাজে ভারপ্রাপ্ত:

১) আপনি পরিচর্য্যা কাজের অংশীদার হতে পারেন প্রতিদিন আমাদের জন্য প্রার্থনা করে এবং ছয় মাসে একবার আপনার দান দিয়ে আমাদের সাহায্য করে।

২) আপনি সমর্পণ পত্রিকার জন্য বার্ষিক ১০০ টাকা অনুদান দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

৩) আপনি প্রতি মাসে ৪০০০ টাকা দান করে একটি গ্রাম দত্তক হিসাবে নিয়ে সুসমাচার প্রচারের কাজে সাহায্য করতে পারেন।

৪) উত্তর ভারতে গীর্জা নির্মাণের জন্য মুক্তহস্তে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

৫) আপনি নতুন বিশ্বাসী এবং তাদের পরিবারদের জন্য প্রার্থনা করে আমাদের পরিচর্য্যা কাজে সহায়তা করতে পারেন।

৩। পূর্ণ সময়ের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মী:

১) আমাদের এমন যুবক প্রয়োজন যারা ১২ ক্লাস পাশ করেছে এবং যাদের বয়স ৩০ এর নীচে এবং যারা প্রভু যীশুকে তাদের ব্যক্তিগত মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং যাদের পূর্ণ সময়ের পরিচর্য্যা কাজের ঈশ্বরের আহ্বান রয়েছে এবং সেই সাথে যারা বিশ্বস্ত ভাবে ঈশ্বরের কাজ করতে ইচ্ছুক।

২) আমাদের দর্শন হলো প্রতিটি গ্রামে যেন গীর্জার ঘন্টা বেজে ওঠে এবং যেখানে কখনও সুসমাচার শোনা যায়নি, সেখানে তা শোনা য়ায়, এবং এই কাজ যেন স্থানীয় কর্মীদের দ্বারা এবং ভারতীয় বিশ্বাসীদের দানে ও প্রার্থনার যোদ্ধাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

৩) এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যেন ব্যক্তি দলের সাথে চলে, পরিশ্রমী হয় এবং খ্রীষ্টের জন্য অপরকে জয় করার জন্য উৎসুক হয়।

৪) সহকর্মীদের, পরিচর্য্যা কাজে প্রতিনিধিবর্গ এবং গীর্জার প্রাচীনদের সাথে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক বজায় রাখাও প্রয়োজন। এছাড়াও যে দান সে সংগ্রহ করেছে তা বিশ্বস্তভাবে প্রধান দপ্তরে পৌছে দেওয়াটাও প্রয়োজন।

৪। মিশনারী দর্শন মণ্ডলী:

১) আরাধনার সময় মিশনারী কাজ সম্বন্ধে কারো কাছে বলার সুযোগ করে দেওয়া।

২) উত্তর ভারতের ক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন করে যুবকদের পরিচর্য্যা কাজে উৎসাহিত করা।

৩) মিশনারী কাজের জন্য ভারগ্রস্থতা সহকারে প্রার্থনা করুন এবং এই কাজের জন্য প্রতি মাসে সাহায্য করুন।

৪) যেখানে গীর্জা নেই সেখানে তাদের পক্ষে গীর্জা নির্মাণের কাজে হাত দিন।

৫) যুবকদের ব্যক্তিগতভাবে সুসমাচার প্রচারের জন্য উৎসাহিত করুন এবং তাদের পূর্ণ সময়ের কর্মী হবার জন্য নিজেদের সমর্পণ করার আহ্বান জানান,

প্রিয়তমেরা ঈশ্বর যদি আপনাকে সুসমাচার প্রচার করার জন্য ভারগ্রস্থতা দেন তবে দয়া

করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

নতুন ইস্রা দল নতুন নতুন গ্রামের জন্য রওনা হয়েছে:

৪৫ জন যুবক মিশনারী গুজরাট এবং অন্ধ্রপ্রদেশের শিক্ষা কেন্দ্রে তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ২২৫টি গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। আমাদের মণ্ডলী এবং এমন পরিবার প্রয়োজন যারা এক একটি গ্রাম প্রতি মাসে ৪০০০ টাকা দান করে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন। উত্তর ভারত, উত্তর পূর্ব ভারত এবং উড়িষ্যায় পরবর্তী যে ক্লাস শুরু হতে চলেছে তার জন্য প্রার্থনা করবেন।

শিশুদের গরমের ছুটির দিনে বিশ্ববাণীর বাইবেল ক্লাস:

আমরা ২৬,৫০৪ জন শিশুর জন্য গরমের ছুটির বাইবেল ক্লাস শুরু করতে চলেছি, এই সব শিশুরা ৩২৭৭টি আরাধনা দলে যোগদান করে থাকে। আমাদের এই গ্রীষ্মকালীন বাইবেল ক্লাস করার জন্য মোট ৪০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন যাতে আমরা প্রয়োজনীয় বই, খাতা এবং পেন পেনসিল কিনতে পারি। সেইসাথে তাদের জলযোগেরও ব্যবস্থা করতে হবে যার জন্য গড়ে ১৫০ টাকা খরচা হবে। দয়া করে এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসুন।

নির্বাচন:

বিশ্বস্ত বিশ্বাসী এবং প্রজা হিসাবে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যেন ঈশ্বর আমাদের এমন নেতা প্রদান করেন যার যোষেফের মতন হৃদয় থাকবে। প্রভু যিনি মর্দখয়ের এবং ইষ্টেরের প্রার্থনা শুনেছিলেন, তিনি আমাদের প্রার্থনাও শুনবেন। আমরা যখন চোখের জলে উপবাস এবং প্রার্থনা করব এবং ৪ জুন পর্য্যন্ত নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করব তখন আসুন আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত ইচ্ছা যেন সাধিত হয় সেই নিয়ে প্রার্থনা করতে ক্ষান্ত না হই।

শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ:

১) যারা বিশ্ববাণীর পরিচর্য্যা কাজের জন্য প্রার্থনা করেন, দান করেন এবং সাহায্য করেন তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

২) আমি সমস্ত গীর্জার পালক, নেতৃবৃন্দ, প্রতিনিধি এবং মিশনারীদের ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের মহাউপবাসের সময় তাদের গীর্জায় প্রচার করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

৩) যারা গীর্জা, দপ্তর এবং পরিচর্য্যা বিষয়ক কাজের প্রয়োজনগুলি যুগিয়েছেন তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই।

প্রভু আপনাদের প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করুন। আমাদের পরিচর্য্যা কাজের জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যান। আমরাও আপনাদের জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

তখন যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্বত্র মণ্ডলী শান্তিভোগ করিতে ও গ্রথিত হইতে লাগিল, এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলিতে চলিতে বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল। (৯:৩১)

চেন্নাই-৫৩
১২/৪/২০২৪

ঈশ্বরের পরিচর্য্যায় আপনাদের ভাই
উইলস্‌ন জ্ঞানাকুমার

স্বর্গীয় এমিল আন্নানের ২০০৯ সালের মে মাসের সমর্পণ পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রভু যীশুর সুসমাচার প্রচারে যে রোপন করে সে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ যে জল সেচন করে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বর!

প্রিয়তমেরা,

যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে আনন্দ করে সেই আপনাদের, এবং যাদের অন্তরে সর্বস্থানে সুসমাচার ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা রয়েছে তাদের প্রতি আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রকাশ করি।

আমি উপরোক্ত বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।

যারা সুসমাচার ঘোষণা করে তারা নিজেরা জানে যে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার অন্যের জীবনে কিভাবে আশীর্বাদ বহন করে নিয়ে আসে।

যারা সুসমাচার প্রচার করে তাদের এই ভাবে ভাগ করা যায়:

১) সেই সমস্ত মানুষ যারা রোপন করে - তারা গুরুত্বপূর্ণ!

২) যারা সেই চারায় জল সেচন করে – তারাও গুরুত্বপূর্ণ!

সত্যি যারা বাক্য রূপ বীজ রোপন করে তারা সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে!

গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হবার অর্থ কি?

যে মানুষেরা ঈশ্বরের চোখে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে জীবনে অগ্রাধিকার দেয়!

পৌল যখন বলেছিলেন, "আমি রোপন করেছি (১করিন্থীয় ৩:৬)" তখন তিনি সুসমাচার পরিচর্য্যা কাজে রোপন করার গুরুত্ব বুঝেই তা করেছিলেন। প্রেরিত ৯.১৫,১৬) পদে ঈশ্বর বলেছেন পৌল কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ!

এর মধ্যে কি বার্তা রয়েছে?

"মানুষ পাপী, আর তাই তার একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন,

আর সেই পরিত্রাতা হলেন যীশু খ্রীষ্ট!"

এই বার্তা যা মানবজাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা জগতের মানুষের চোখে তুচ্ছ!

অনেক মানুষ রেগে যাবে যদি তাদের পাপী বলা হয়।

অনেক মানুষ বিরক্ত হবে যদি তাদের কাছে বলা হয় যে কেবল একজন মুক্তিদাতা আছেন আর তিনি হলেন যীশু খ্রীষ্ট।

মানুষ নিজেকে পবিত্র বা সাধু বলতে পারে না যখন তার মনে মন্দ চিন্তা বা মুখ দিয়ে মন্দ কথা বার হয়। যখন তার চোখ ব্যভিচারে পূর্ণ এবং সেই মানুষ মন্দ কাজ, মন্দ চরিত্রের অধিকারী, এবং গোপনে বাজে ব্যবহার করে যা তার বিবেককে দংশন করে।

যে মানুষের বিবেক পাপ করতে করতে ভোঁতা হয়ে গেছে সে পাপ করতে আর ভয় পায় না, শত পাপ করেও নিজেকে যথার্থ বলে মনে করে।

রোমীয় ৩:১২ পদে লেখা আছে ‘‘সকলেই বিপথে গেছে, তারা একসঙ্গে অকর্ম্মণ্য হয়েছে; সৎকাজ করে এমন কেই নেই, এক জনও নেই।’’

বাইবেল আরও বলে যীশু খ্রীষ্ট জগতের পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন!

যে মানুষের কাছে এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে তারা সেই অঞ্চলে পা রাখতে উৎসাহিত হবে যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং প্রশংসা করা যায়, যেন তাঁর বাক্য ঘোষণা করা যায়। (যিশাইয় ৬:৭)।

যে সব মানুষ অক্ষয় বীজ বপন করে তাদের নম্র হয়েই নীচু হয়েই সেই বীজ বপন করতে হয়। ইহুদীরা ইহুদীদের গুরুত্বপূর্ণ মনে করে যেমন গ্রীকেরা গ্রীকেদের কাছে কিন্তু যারা খ্রীষ্টকে জেনেছে তারা নিজেদের তুচ্ছ জ্ঞান করে কিন্তু তাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে স্বর্গের দূতগণ (১পিতর ১:১২)।

পবিত্র আত্মা তাদের যেখানে যাবার নির্দেশ দেয় তারা সেখানে যায়। তারা প্রতিটি দরজায় গিয়ে আঘাত করে সম্মুখা সম্মুখ হয়ে মানুষের কাছে প্রচার করে।

তারা বন- বাদারে, পাহার পর্বত ডিঙ্গিয়ে, মরুভূমি বা প্রান্তর পেরিয়ে, গ্রামে বা কোন দ্বীপে সুসমাচার প্রচার করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

তারা আবহাওয়া বা আহারের চিন্তা করে না!

তারা এই নিয়েও মাথা ঘামায় না যে সেখানে দোকান আছে কিনা, ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করাবার জন্য স্কুল রয়েছে কিনা, চিকিৎসার সুবিধা আছে কিনা, রাস্তা বা পানের যোগ্য জল রয়েছে কিনা।

তারা কখনো এই দ্বন্দে পড়েনা যে সেই আহ্বান গ্রহণ করব না তার প্রতিরোধ করব!

তারা পবিত্র আত্মার আহ্বান শুনে তা দ্রুত দৌঁড়ায়।

‘‘প্রস্থান কর, কারণ আমি তোমাকে দূরে পরজাতিগণের কাছে প্রেরণ করব’’ (প্রেরিত ২২:২১)।

হ্যাঁ, তারা রোপন করে।

মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে- আর তাই তারা গুরুত্বপূর্ণ!

তাদের হারোণ বলা যায়-আর তাই তারা গুরুত্বপূর্ণ!

তারা যিশাইয় ভাববাদীর মতো ঈশ্বরের রব শুনেছে -আর তাই তারা গুরুত্বপূর্ণ!

প্রিয়তমেরা, যারা রোপন করার জন্য যায় তারা যুবক!

পিতর ছাড়া আর বাকী শিষ্যদের বয়স ৩০ এর নীচেই ছিল!

তারা অশিক্ষিত ছিলেন!- কিন্তু

তারা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

যে মানুষেরা সুসমাচারের কাজে জল সেচন করে তারা গুরুত্বপূর্ণ!

যাত্রাপুস্তক ১৭:৮–১৩ পদে রয়েছে- যিহোশূয় অমালেকদের মধ্যে ইস্রায়েলীয়দের বপন করতে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আগামী মশীহার বীজ বোনার জন্য।

মোশি, হারোণ আর হুর তাদের চোখের জলের দ্বারা প্রার্থনা করতে যিহোশূয়ের জন্য অনেক উচুঁ পাহাড়ে উঠেছিলেন, আর এই তিনজন গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু কেন? কারণ তারা ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়লে যিহোশূয়ও হেরে যাচ্ছিলেন।

পৌল রোপন করেছিলেন তাই তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি!

আপোল্লো জল সেচন করেছিলেন তাই তিনিও একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি!

'আপোল্লো কথার অর্থ যে ভেঙ্গে ফেলে বা ধ্বংস করে! কিন্তু পবিত্র আত্মা তাকে পৌলের কাজকে গড়ে তুলতে ব্যবহার করেছিলেন।

পৌলের কিছু কিছু কথার ব্যাখ্যা করা কঠিন যখন তিনি ২ পিতর ৩:১৬ পদে বলেছিলেন, ".....তাহার মধ্যে কোন কোন কথা বুঝা কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রলিপি, তেমনি সেই সকল কথাগুলির বিরূপ অর্থ করে, আপনাদের বিনাশার্থে করে।" পৌল প্রচার করে যাবার পর আপোল্লো সেই বিষয়গুলিকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। পৌল যেখানে যেতেন সেখানে তিনিও গিয়ে পৌলের বার্তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন।

১ করিন্থীয় ৩:৬ পদে পৌল বলেছেন আপোল্লো এমন মানুষ নন, যিনি মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন বা তাদের সম্বন্ধে বাজে কথা বলে তাদের সমালোচনা করবেন। আপোল্লো অন্যকে ভাঙ্গিয়ে নিজের পরিচর্য্যা ক্ষেত্র বিস্তার করছিলেন না। তিনি পৌলের করা কাজকে আরও যত্ন সহকারে পরিচর্য্যা করছিলেন।

যিহোশূয় যে যুদ্ধ করছিলেন তাতে তিন জন যেমন প্রার্থনায় সাহায্য করছিলেন,

তেমনি পৌল যা রোপন করেছিলেন আপোল্লো এবং আরও ৩০ জন তাতে জল সেচন করছিলেন। রোমীয় ১৬ অধ্যায়ে আমরা এইরকম কিছু মানুষের উল্লেখ দেখতে পাই। কিন্তু তাদের সবাই ঈশ্বরের চোখে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

এদের মধ্যে ফীবি এবং অ্যকুইলা ও প্রিসিল্লার নাম করা যেতে পারে, তারা প্রয়োজন অনুসারে তাতে জল সেচন করতেন। তারা বিশেষ সাহায্যে আসতেন। তারা পৌলের জন্য নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন! (রোমীয় ১৬:৪)। তারা সবাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন।

সুসমাচার বিস্তারের কাজে যে বপন করে এবং যে সেচন করে এই উভয় শ্রেণীর মানুষ গুরুত্বপূর্ণ - কিন্তু

বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বর হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ!

তিনিই বলেছেন আমা ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না" (যোহন ১৫:৫)— আর তাই তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ!

প্রেরিত ৪:১২ পদে লেখা রয়েছে যীশু ছাড়া আর কারও কাছে পরিত্রাণ নেই। আর তাই তিনিই হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

পিতর এবং যোহন পঙ্গু লোকটিকে আরোগ্য করার পর স্বীকার করেছিলেন, আমরা আমাদের শক্তিতে বা ভক্তি দ্বারা এই পঙ্গু মানুষটিকে আরোগ্য দিইনি কিন্তু যীশুর নামই তা করেছে, কারণ তিনিই হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি!

''আমরা সত্যের বিপক্ষে কিছুই করতে পারি না, কেবল সত্যের সপক্ষে করিতে পারি। (২ করিন্থীয় ১৩:৮)- আর তাই তিনি হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

গীতরচক গীতসংহিতা ১২৭:১ পদে বলেছেন—

''সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করিলে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে"- আর সেই কারণে তাঁর গুরুত্ব অসীম!

স্বর্গ ঘোষণা করে-

''হে সদাপ্রভু আমি জানি, মনুষ্যের পথ তাহার বশে নয়, মনুষ্য চলিতে চলিতে আপন পাদবিক্ষেপ স্থির করিতে পারে না।" (যিরমিয় ১০:২৩)— আর সেই কারণে তাঁর গুরুত্ব অসীম!

সাধু পৌল নিজে বলেছেন, ''অতএব যে ইচ্ছা করে বা দৌঁড়ে, তাহা হইতে এটি হয় না কিন্তু দয়াকারী ঈশ্বর হইতে হয়" (রোমীয় ৮:১৬)—আর সেই কারণে প্রভু যীশু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি!

পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি!

তিনি বলেছেন: আমি এষৌকে ঘৃণা করিয়াছি।

কিন্তু কেন?

তিনি বলেছেন: আমি যাকোবকে ভালবাসিয়াছি।

কিন্তু কেন?

-যাকোবের হৃদয়ে ঈশ্বরের কাছে আসার ইচ্ছা ছিল।

যদিও তিনি অনেক ভুল করেছিলেন।

কিন্তু এষৌর সাথে বিষয়টি সেরকম ছিল না!

যাকোব আশীর্বাদ লাভের জন্য ঈশ্বরের সাথে সংগ্রাম করেছিল,

কিন্তু এষৌ নিজের সাথে যুদ্ধ করেছিল!

– প্রভু বিশ্বস্তদের প্রতি বিশ্বস্ত এবং নির্দোষদের প্রতি সদয়, গরীবদের কাছে মুক্তহস্ত এবং যারা বক্র পথের পথিক তাদের কাছে তিনি চতুর।

কারা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের বীজ বপন করে?

তারাই যারা তাদের হৃদয়ে এক দলিল লিখেছে যে তারা প্রভু যীশুর!

কারা সেইখানে জল সেচন করে?

যারা সুসমাচার ঘোষণা করে তাদের যারা বহন করে।

যারা পূর্ণসময়ের কর্মী, পালক, প্রচারক এবং স্বাধীন কর্মীদের ভালবাসে এবং তাদের যত্ন নেয়।!

আপনাদের প্রতি বলি, যাদের হৃদয়ে ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে প্রচার করার জন্য ভারগ্রস্থতা রয়েছে এবং যারা কোন গ্রাম দত্তক নিয়েছেন। আপনি যদি সুসমাচার প্রচারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন তবে প্রভুর কাছেও আপনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠবেন।

আপনি প্রকৃত ধনে ধনবান হবেন, আমেন!

একটি প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর
যিনি সবকিছু জানেন এবং ধারণ করে রেখেছেন,
কেবল তুমিই অতীত এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে জান।
যারা এসেছে এবং চলে গেছে।
কেবল তুমিই এই পৃথিবীর আয়ু জান!
প্রভু যিনি বলেছিলেন: যাকে আমি ভালবাসতে ইচ্ছা করি তাকে আমি ভালবাসি,
আমরা আশা করি যারা এই প্রার্থনা পাঠ করছেন তাদের সকলকে তিনি ভালবাসেন।
তাই প্রভু আমাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ প্রকাশ কর,
যদিও আমরা এই জীবনে অনেক বার ভুল করেছি,
আমরা তোমার কাছে সুস্বাস্থ্য এবং শক্তি চাই,
আমাদের কাজে কৃতকার্য্য হতে চাই, প্রয়োজনীয় আয় প্রয়োজন,
আত্মায় আনন্দ এবং আশীর্বাদে ধনবান হতে চাই।
আমাদের পরিবারগুলিতে শিশু দান কর,
শিশুদের মধ্যে একতা ঈশ্বর ভয় এবং
তাদের আশীর্বাদ জনক ভবিষ্যতের অধিকারী কর।
তোমার দূতগণ দ্বারা আমাদের বাড়ির চারপাশ ঘিরে রাখ,
আমরা যখন ভিতরে যাই বা বাইরে আসি তখন
তোমার ঐশ্বরিক সুরক্ষা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখ।
আমাদের তোমার বাক্য প্রচার, ও তার পরিচর্য্যা করতে আমাদের পৃথক কর।
দয়া করে আমাদের এবং আমাদের পরিবারের সদস্যদের
প্রজন্মে প্রজন্মে তোমার পরিচালনা দান কর।
আমরা তোমার প্রশংসা এবং ধন্যবাদ করি কারণ
তুমি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণকারী ঈশ্বর- আমেন!

সভাপতির পক্ষ থেকে...

প্রিয় ভাই বোনেরা যারা এই সমর্পণ পত্রিকা পেয়ে থাকেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা যত্ন সহকারে তা পাঠ করে বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে প্রার্থনা করবেন। আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের কাছ হতে আপনাদের উপরে অনুগ্রহ এবং শান্তি বর্তুক।

আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তিনি আমাকে জম্মু হতে কাশ্মীর এবং কন্যাকুমারী হতে গুজরাট পর্য্যন্ত সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ দিয়েছেন (প্রেরিত ৫:৩১)। আমি এখানে উত্তর ভারতে বিশেষ করে জম্মু, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর খণ্ডে প্রচার করার জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

এই সমস্ত রাজ্যগুলি সম্পর্কে কিছু কথা:

ঝিলাম, চেনাব এবং রবি পাহাড় হতে উপত্যকায় নেমে জম্মু কাশ্মীরের সীমার মধ্যে দিয়ে গেছে। এখানে ২০টি জেলায় ১ কোটি ২২ লক্ষ মানুষের বাস। তারা কাশ্মীরি, দোর্গি, হিন্দি এবং উর্দ্ধু ভাষায় কথা বলে। এটি সমুদ্রতল হতে ২৩, ৪০৯ ফুট উচুঁতে অবস্থিত। নানখান পর্বতমালা এখানেই অবস্থিত।

হিমাচল প্রদেশ ১৩টি রাজ্যের মধ্যে একটি যেটি ভারতবর্ষের পাহাড়গুলির মধ্যে রয়েছে। এটি হিমালয়ের পশ্চিম ভাগ। এখানে ১৩টি জেলা এবং ৬৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মানুষের বাস। সিমলা হলো চারপাশের ২০,৯৩৪টি গ্রামের রাজধানী। এখানকার মানুষ হিমাচলি, হিন্দী এবং কিনাউরি ভাষা ব্যবহার করে এবং এখানকার ৮৬ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত।

পাঞ্জাব হলো ভারতবর্ষের ১৯তম রাজ্য যার বিশাল ভূদৃশ্য রয়েছে। সিন্ধু নদীর শাখা প্রশাখা যেমন শতলুজ, বিয়াস এবং রবি নদী এর মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। এখানে বসবাসকারী ২ কোটি ৭৭ লক্ষ মানুষের বেশীর ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে প্রায় ৬২.৫ শতাংশ এবং শহরে বাস করে শতকরা ৩৭.৪৮ শতাংশ জন। পাঞ্জাবে ১৩,০৮৭টি গ্রাম রয়েছে।

উত্তরাখন্ড উত্তরের ভূমি এর দুটি প্রদেশ রয়েছে গারোয়াল এবং কুমায়ুন। রয়েছে ১৭টি জেলা এবং ১৭,০৩৩টি গ্রাম। এখানে প্রায় ১ কোটি মানুষের বাস। রাজ্যটির ৮৬ শতাংশ অঞ্চল পার্বত্য এবং ৬৫ শতাংশ বনাঞ্চল। এখানকার মানুষের সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস, জলবায়ু, ভাষা এবং যেভাবে তারা বিভিন্ন পর্ব পালন করে তা সব দিক দিয়ে বেশ আলাদা। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির দিক দিয়ে এটির স্থান দ্বিতীয়।

এখানকার পরিচর্য্যা কাজ সম্বন্ধে:

এই চার রাজ্যে প্রভু ৩২০ জন স্থানীয় কর্মীকে পূর্ণ সময়ের পরিচর্য্যা কাজের জন্য ব্যবহার করছেন।

রাজ্য	ক্ষেত্র	পরিচর্য্যার গ্রাম	আরাধনাকারী দল সংখ্যা	নির্মিত গীর্জার সংখ্যা	নির্মিত হবে গীর্জার সংখ্যা

জম্মু–কাশ্মীর	৪০	২২৫	৯০	৭	৫
হিমাচল প্রদেশ	৪২	২২৩	১০৯	৬	১২
পাঞ্জাব	৫১	২৬৮	১৮২	১৬	১৫
উত্তরাখণ্ড	৪০	২১০	৬৮	৫	৫

আমাদের দর্শন অনুসারে বিশ্ববাণীর পরিচর্য্যা কাজ এই চার রাজ্যে ভাল ভাবে চলছে। আমাদের এখনও ১৬০০ জন পূর্ণ সময়ের কর্মীর প্রয়োজন যারা ৮০০০ গ্রামে সুসমাচার প্রচার করবে। বর্তমানে ৩২০ জন মিশনারী রয়েছেন। এই চার রাজ্যের জন্য আমাদের সদর দপ্তর পাঠানকোট রয়েছে যা এই তিনটি রাজ্যের প্রায় মাঝখানে। আমাদের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন, আর সেই জন্য আমাদের এক একর জমির প্রয়োজন যেখানে ৫০০০ বর্গ ফুটের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের ৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে সেগুলি হলো আচাপুভালাসা (অন্ধ্রপ্রদেশ), তারাংগাডা (উড়িষ্যা), নাভাপাদা (গুজরাট), লাঘাডাল (মহারাষ্ট্র), নওয়াটোলি (ঝাড়খণ্ড), সুরাই (উত্তর প্রদেশ), শিলিগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ) এবং বিশ্ববাণী কামী (ত্রিপুরা)।

এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে পরিচর্য্যা কাজ বেশ ভালো ভাবেই চলছে। এগুলি আবার পরিচর্য্যা কাজের অংশীদারগণ যখন ক্ষেত্র ভ্রমণ করতে আসেন তখন তাদের আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠে।

এই চার রাজ্যের যে পরিচর্য্যা কাজ তার ব্যয়ভার দক্ষিণ তামিলনাড়ুর বিশ্বাসীরা বহন করে থাকেন। আমাদের এই আর্থিক বছরে পাঠানকোটের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে আর এর জন্য আমাদের ৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন যাতে প্রয়োজনীয় জমি এবং সামগ্রী কেনা যায়। এছাড়া ৫০০০ বর্গ ফুটের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য আমাদের মোট ১কোটি টাকার প্রয়োজন। অর্থাৎ মোট ১কোটি ৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আমরা জমি কেনার জন্য উত্তর ভারতের বিশ্বাসীদের কাছে আবেদন রেখেছি এবং নির্মাণ কাজের জন্য দক্ষিণ ভারতের বিশ্বাসীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

আমাদের বিশ্বাস প্রভু নিশ্চয় তা জুগিয়ে দেবেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উত্তর ভারতের বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং এখানে দক্ষিণের বিশ্বাসীরা এসে থাকতে এবং ক্ষেত্র পরিদর্শন করতে পারবে সেইসাথে তারা প্রার্থনার শিবির আয়োজন করতে পারবে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ক্রয় এবং নির্মাণের জন্য আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন। "যিনি আমাকে শক্তি দেন তাহাতে আমি সকলি করিতে পারি" (ফিলিপীয় ৪:১২)।

প্রভুতে আপনাদের ভাই
পি. সেলভারাজ

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে...

খ্রীষ্টেতে প্রিয় বিশ্বাসীগণ,

মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহান নামে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই সংখ্যার নামকরণ করা হল **"যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার – কে বপন করে? কে জল সেচন করে? কে বৃদ্ধিদান করে?"**

যখন আমরা বা কৃষকেরা কোন চাষআবাদ করি তখন, দুইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করতে হয়। যেমন সেই গাছের বা শষ্যের বীজবপন অথবা চারা রোপন করতেই হবে এবং নিয়মিত তাতে জল সেচন করতেই হবে। কিন্তু আমরা রোপনের পর যতই যত্নবান হইনা কেন, সেই বীজ থেকে নির্গত চারাকে কোন ভাবেই আমরা বৃদ্ধি দান করতে পারি না। তা কেবল আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরই করতে পারেন।

ঠিক একই ভাবে সুসমাচার প্রচার ও পরিচর্য্যা করাই শেষ কথা নয়, সকল সেবাকার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ও পবিত্র আত্মার পরিচালনায় করা উচিৎ, যাতে ঈশ্বর আত্মিক বৃদ্ধি দান করতে পারেন। ১করি: ৩:৬–৭ এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে।

এখন আমাদের বুঝতে হবে **"যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার বলতে কি বোঝায়?"** ঈশ্বর যখন এদন উদ্যান এবং সকল কিছু সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁর সকল সৃষ্টির উপর তাদের **প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানব–আদমকে** অধিকার দিয়েছিলেন। এদন উদ্দানে তখন পাপ ছিল না। এই এদন উদ্যানকে আমাদের কল্পনাতে একটি সাধারণ বাগান বা পার্ক এর বলে ভেবে থাকতে পারি। কিন্তু আদিপুস্তক ২:৯ পদ অনুসারে যে উদ্দানের মাঝখানে জীবন বৃক্ষ ও সদ্‌সদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ ছিল, এবং যে উদ্দানের জল সেচনের জন্য সৃষ্টি চার নদীর দ্বারা বেষ্টীত দেশগুলি মূল্যবান ধাতু ও মণিরত্নে সমৃধ আদি: ২:১১-১৫ ততপর যে উদ্যানের দ্বারকে রক্ষার্থে স্বর্গদ্বার রক্ষাকারী করূবগণকে ও তেজোময় খড়্গ স্থাপন করতে হয়, নিশ্চয় করে এদন উদ্যান আমাদের চিন্তার কোন সাধারণ বাগান ছিল না। আবার প্রাকশিত বাক্য ২১ ও ২২ অধ্যায় অনুসারে নতুন আকাশ ও নুতন পৃথিবীর যে কথা উল্লেখ আছে সেই স্থানেও জীবন জলের নদী ও তার তীরে জীবন বৃক্ষের উল্লেখ আমরা পাই। অর্থাৎ আদিতে এদন উদ্যান এবং ভবিষ্যতের নতুন পৃথিবী একই বিষয়কে বলে। যদি আদম পাপে পতিত না হত তবে এদনে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে মানুষের বসবাস ও ঈশ্বরের সহিত মানুষের প্রতিদিনে সহভাগিতা বিনষ্ট হত না।

কিন্তু যখন স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দীপ্তিরদূত লুসিফার শয়তান রূপে, ঈশ্বর এবং তার সৃষ্টির বিরূদ্ধে এসে মানুষকে প্রলুব্ধ করে ঈশ্বরের অবাধ্য হতে বাধ্য করে; তখন, যে আদমকে ঈশ্বর তাঁর সকল সৃষ্টির অধিপতি হওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন, সেই আদমের অবাধ্যতাজনিত পাপের জন্য সেই অধিকার শয়তান আদমের কাছ থেকেই ছিনিয়ে নিয়ে জগতের অধিপতি হয়ে বসল। তাই ঈশ্বরের মানব জাতির উদ্ধারের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা যীশু খ্রীষ্টকে জগতে প্রেরণ ও তাঁকে দেওয়া দায়িত্বকে নষ্ট করার জন্য শয়তান

যীশুকে তিন বার পরীক্ষা করার সময় উচ্চ পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে বলেছিল, যদি তুমি আমাকে প্রণাম কর, তবে এই সমস্তই তোমাকে দেব। শয়তান চেয়েছিল, যীশুকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে তার কাছ থেকে সকল অধিকার যাহা, **"যীশুর মৃত্যু ও পুনঃরুত্থানের মাধ্যমে পুণ: উদ্ধারের ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা"** শুরুতেই বিনষ্ট করে দেওয়ার; ঠিক শুরুতেই প্রথম আদমের প্রতি যেমন করেছিল।

এতক্ষণ আমরা যে বিষয়গুলিকে দেখলাম তা সংক্ষেপে–

প্রথমত: 'এদন উদ্যান কোন একটি সাধারণ বাগান নয়,' এইটি সেই একই রকম নুতন আকাশ ও পৃথিবীতে যার অপেক্ষা করছি এবং যা মানুষ পেয়েও, যার উপর মানুষ থাকা সকল অধিকার সত্ত্বেও, পাপের দ্বারা যাহা হারিয়ে ফেলেছি।

দ্বিতীয়ত: যীশু খ্রীষ্ট বা যাকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়ে থাকে, তার মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা, দিয়াবলকে সম্পূর্ণ পরাস্থ করে আবার অধিকার ফিরিয়ে নেওয়া এবং ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা।

যীশু খ্রীষ্ট যখন জগতে থাকাকালীন তাঁর আত্ম-বলিদানের আগে পর্য্যন্ত প্রচার কার্য্য করছিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন **"ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার"** প্রচার করছেন (লূক ৪:৪৩) এবং **"স্বর্গ রাজ্য"** শীঘ্র আসছে তাও প্রকাশ করলেন (মথি ৪:১৭)।

ঈশ্বরের রাজ্য বলতে আমরা কি বুঝি? যেখানে ঈশ্বরের আইন ছাড়া কিছুই চলে না এবং যেখানে সদাপ্রভু অনন্ত কাল রাজত্ব করবেন (যাত্রা: ১৫:১৮)।

যেখানে কেউ বাকি থাকবে না, সে উদ্ধার প্রাপ্ত হউক বা না হউক সকলে, প্রভু যীশুর কাছে নত জানু হয়ে স্বীকার করবে যে **"যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এই রূপে পিতা ঈশ্বর মহিমান্বিত হবেন" (ফিলি: ২:১০-১১)।**

এই সংখ্যার আলোচনার বিষয় হল -

যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার করেছেন এবং কে সেই বীজ বপন করছেন, কেই বা জল সেচন করছেন এবং কেই বা তাতে বৃদ্ধি দান করেছেন?

ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সকল কাজ সংঙ্গবদ্ধ বা দলবদ্ধ কাজ – যে কাজ ঈশ্বর চাইলেই একাই করে নিতে পারতেন। কিন্তু **'মানব জাতি'** ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ঈশ্বরের ও মানবের সহভাগিতার পুনরায় প্রতিষ্ঠার কাজে সেই মানব জাতিকেই তিনি যুক্ত করেছেন।

যেমন যীশু খ্রীষ্ট তাঁর ১২ জন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচারের প্রচার কাজ শুরু করেছিলেন – তিনি নিজেই ছিলেন প্রথম বীজবপক। আবার বীজবপকের দৃষ্টান্ত অনুসারে, যে সকল বীজ পথের পার্শ্বে ও পাষান ভূমিতে পড়ে ছিল তারাই এক দিন যীশুকে ক্রুশে দাও- ক্রুশে দাও বলে চেঁচিয়েছিল। আবার যাজক নীকদীমের মত কিছু অঙ্কুরিত বীজ সমাজের কাঁটা ঝোপে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

আবার উত্তম ভূমিতে পড়া বীজগুলি পরবর্তীকালে ঈশ্বরের রাজ্যের অংশীদার হয়ে

শিষ্যদের সঙ্গ ও সাধু পৌলের সঙ্গে বীজবপকের দায়িত্ব নিয়েছিল।

অর্থাৎ প্রধান কৃষক স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট এবং তার পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যগণ বীজবপকের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

যুগে যুগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তার শিষ্যগণ – যাদের আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা, সুসমাচার প্রচারক বা ইভেনজেলিষ্ট বা মিশনারী বলে থাকি।

এবার আসি **জলসেচনের কাজ** – ১করি: ৩:৬-৭ পদ অনুসারে সাধু পৌল বীজ বপন করেছেন – আপোল্ল জলসেচন করেছেন। অর্থাৎ সুসমাচার প্রচার কার্য্যে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পরিচর্য্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ; না হলে শ্যামা ঘাস, কাঁটাঝোপ, সমাজের চাপ, জগতে চাকচিক্ক সেই আত্মিক চারা গাছকে নষ্ট করে দেবে। তাই মণ্ডলীতে ও পরিবারে প্রচীনেরা এবং আজকের দিনে মণ্ডলীর পালকেরা সেই ঈশ্বরের বাক্যের জলসেচন কাজ করে চলেছেন।

অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যে বৃদ্ধির জন্য যারা, আমরা বিশ্বাসে খ্রীষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করেছি, তাদের সাধারণ বিশ্বাসীরূপে জীবন যাপন করলে হবে না, হয় প্রচারক বা পরিচর্য্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। এই কাজে আপনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত হতে পারেন (প্রেরিত ১৩:১–৪)।

বৃদ্ধি দান:

জগতের বুকে অনেক চিকিৎসকরা আছেন যারা আমাদের বিভিন্ন অসুস্থতার চিকিৎসা করে থাকেন – তার জন্য তারা কিছু ঔষধ ব্যবহার করেন, আপারেশন করেও থাকেন। ফলস্বরূপ যখন রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে তখন, আমরা বলে থাকি ডাক্তারের চিকিৎসার মাধ্যমে রোগী সুস্থতা পেল। কিন্তু এটা কি সত্য? **"না"** অনেক সময় অনেক চিকিৎসার পরেও রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে না। **কারণ চিকিৎসক চিকিৎসা করেন – আরোগ্যতা ঈশ্বর হতে আসে।** ঠিক একই ভাবে বাক্য অনুসারে বীজবপন ও জলসেচন শিষ্যবর্গ করলেও বৃদ্ধিদান এবং ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার একমাত্র তিনি দান করেন। কোন প্রচারক বা পরিচর্য্যাকারীর কাছে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ অধিকার দেওয়া ক্ষমতা নেই, তা একমাত্র ঈশ্বরের হাতে রয়েছে। আত্মিক বৃদ্ধির মাধ্যমেই আমরা দিয়াবলের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি এবং শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসে স্থির থেকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাই।

এই বীজবপন ও জলসেচন কার্য্যে আসুন আমরা বিশ্বস্ত ভাবে যুক্ত হই। না হলে হয় ত আমাদের বুঝতে হবে আমরা ঈশ্বরের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই নাই। যদি হই তবে প্রচার এবং পরিচর্য্যা কার্য্যে আমরা নিশ্চিত ভাবে যুক্ত হব। কোন ব্যক্তি আমাদের এই কার্য্য হতে দূরে রাখতে পারবে না।

আসুন দিয়াবলকে প্রতিহত করতে এবং এই পৃথিবীর বুকে **ঈশ্বরের রাজ্যকে** সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সকলে মিলে সুসমাচার প্রচার কাজে যুক্ত হই।

পুনঃরুত্থিত খ্রীষ্টের নামে সকলকে সেবাকার্য্যে যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই!

প্রভুতে ভাই

সুজয় দাস

২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে ৮৫টি চার্চ প্রভু আমাদের উৎসর্গীকরণ করতে সাহায্য করেছেন!

আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন (প্রেরিত ২:৪৭)। বাস্তবে বিশ্ববাণীর ক্ষেত্রগুলিতে জীবন্ত সাক্ষ্যগুলিকে দেখে আমরা ধন্য। গড়ে ৭টি করে গীর্জা প্রতি মাসে নতুন ক্ষেত্রগুলিতে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই বছরে ১১৯৩ জন সেবাকাজের অংশীদারগণ ঈশ্বরের বিস্ময়কর হাত দেখতে ক্ষেত্রগুলিতে পরিদর্শন করেছেন এবং তারা সকলে সর্বশক্তিমানের প্রশংসা করেছেন।

এই তিনটি পৃষ্ঠায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রথম প্রজন্মের বিশ্বাসীদের সাথে ৮৫টি চার্চের ছবি দেখে আপনার হৃদয় আনন্দিত হোক। বিশ্বাসী এবং তাদের পরিবার যাদেরকে ঈশ্বর এই চার্চগুলিকে গড়ে তুলতে ব্যবহার করেছিলেন তাদের জীবন আশীর্ব্বাদে ভরে উঠুক। এই নতুন বছরে আমাদের ১২৯টি ক্ষেত্রে চার্চ নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে এই লক্ষে আমরা এগিয়ে চলেছি। এই কাজের জন্য আপনাদের প্রার্থনা ও সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতবর্ষে মিশন ক্ষেত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে ফসলের প্রভু আনন্দিত হোক!

01 SURAPUVARIGUDEM, A.P. - 10.04.23

02 VENKAYAPALEM, A.P. - 12.04.23

03 VUYALAMADUGU, A.P. - 14.04.23

04 KULAPITA, ODISHA - 16.04.23

05 HARIHARPARA, WEST BENGAL - 16.04.23

06 SHEPUAMPA, GUJARAT - 16.04.23

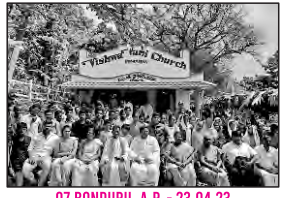

07 BONDURU, A.P. - 23.04.23

08 RASIKARAJPUR, ODISHA - 28.04.23

09 PATARAPADA, ODISHA - 29.04.23

10 KHUNTIATOLA, ODISHA - 30.04.23

11 MANASING PARA, TRIPURA - 30.04.23

12 DUSPAIHA PARA, TRIPURA - 06.05.23

13 BHAGIRATH KAMI, TRIPURA - 07.05.23

14 CHINNA KONANGI, A.P. - 10.05.23

15 K. MOTIRAM, W. BENGAL - 12.05.23

16 FACTORY LINE, W. BENGAL - 21.05.23

17 KIDRIMAL, ODISHA - 21.05.23

18 KAMDA, JHARKHAND - 21.05.23

19 TARABHA, ODISHA - 27.05.23

20 BIRTA, JHARKHAND - 28.05.23

21 CHINATHOLUMANDA, A.P. - 28.05.23

22 ITIKA, ANDHRA PRADESH - 04.06.2023

23 LARIBADI, ODISHA - 06.06.23

24 BARAKOLI, ODISHA - 11.06.2023

25 GADDIVALASA, A.P. - 11.06.2023

26 KOTHABAGGAM, A.P. - 11.06.2023

27 SIPAEJU, ODISHA - 14.06.2023

28 SEMARIYA, CHHATTISGARH - 17.06.2023

29 PANDEYPUR, U. P. - 25.06.2023

30 PALIYAKHEDA, RAJASTHAN - 02.07.23

31 KOTHAVEEDHI, A.P. - 08.07.23

32 MAHAL TALWANDI, PUNJAB - 09.07.23

33 CHIROLINE, WEST BENGAL - 16.07.23

34 GENTUBEDA, ODISHA - 22.07.23

35 KUTHANGI, ANDHRA PRADESH - 25.07.23

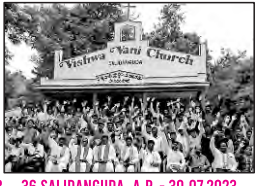

36 SALIDANGUDA, A.P. - 30.07.2023

37 LATAPOTA, WEST BENGAL - 15.08.23

38 WARENG KAMI, TRIPURA - 03.09.23

39 MANIKRAI PARA, TRIPURA - 09.09.23

40 VANDUVA, A.P. - 17.09.23

41 FERSUABARI, ASSAM - 24.09.23

42 MAHASINGI, ODISHA - 24.09.23

43 IPPAMANUGUDA, A.P. - 24.09.23

44 RANMOCHAN, MAHARASHTRA - 25.09.23

45 RUNDIYA, GUJARAT - 25.09.23

46 SINGIJHORA, WEST BENGAL - 01.10.23

47 S. SIVARAMPURAM, A.P. - 01.10.23

48 PANDRIVALASA, A.P. - 01.10.23

49 BADAPADA, ODISHA - 15.10.23

50 BURRATHOGU, A.P. - 16.10.23

51 PULAKUNTA, A.P. - 22.10.2023

52 THALABIRADA, A.P. - 03.11.23

53 BASANTPUR, ODISHA - 05.11.23

54 ELISHAPURAM, A.P. - 05.11.23

55 DEBPARA, WEST BENGAL - 19.11.23

56 CHILALA, HIMACHAL PRADESH - 25.11.23

57 LAKHIGAON, ASSAM - 02.12.23

58 BABUBHANDA, ODISHA - 11.12.23

59 BUSAYAVALASA, A.P. - 12.12.23

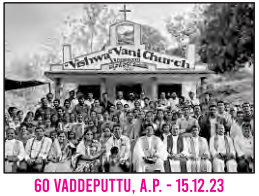

60 VADDEPUTTU, A.P. - 15.12.23

61 GEENA, HIMACHAL PRADESH - 17.12.23

62 M.VENKATAPURAM, A.P. - 17.12.23

63 HOLONGTHAI KAMI, TRIPURA - 18.12.23

64 GUNNATHOTTAVALASA, A.P - 19.12.23

65 PATHARIYA, CHHATTISGARH -28.12.23

66 SCHOOLSAHI, ODISHA - 15.01.2024

67 HEMSUKLAPARA, TRIPURA - 15.01.24

68 GODEVALASA, A.P. - 27.01.24

69 SOINKHOLA PARA, TRIPURA - 28.01.24

70 KUNDABHANGA, ODISHA - 29.01.24

71 LINGAGUDA, ODISHA - 03.03.2024

72 PATADI, CHHATTISGARH - 10.03.2024

73 CHODARAYI, A.P. - 10.03.2024

74 BAGHUAPAL, ODISHA - 15.03.2024

75 LOGILI, A.P. - 18.03.2024

76 PONUGODU, TELANGANA - 20.03.2024

77 ELUMETA, ODISHA - 23.03.24

78 SAINDANIPADA, MAHARASHTRA - 23.03.24

79 Y.SRIRAMAPURAM, A.P. - 24.03.24

80 DOKRIPODOR, ODISHA - 24.03.2024

81 NAGAMMAGUDA, A.P. - 24.03.2024

82 GULTARE, MAHARASTHRA - 30.03.24

83 GADIPALLIVALASA, A.P. - 30.03.2024

84 SURYANAGARAM, A.P. - 31.03.2024

85 TOTTADI, A.P. - 31.03.2024

বিশ্বাসের সাথে প্রচেষ্টা

হিমাচল প্রদেশের গুদওয়াল গ্রামে এক দল মহিলাকে দেখেছিলাম তারা শান্তি ও সুখে বসবাস করছে। আমি তাদের আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম এবং তারা উত্তর দিল ''ঈশ্বরের বাক্যকে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তারা আনন্দিত''। আমিও বাইবেল অধ্যয়ন দলে যোগ দিতে শুরু করলাম যেখানে আমরা বিনামূল্যে অনন্ত সুখ পেতে পারি। আমি ঈশ্বরের ভালবাসা লাভ করলাম। যীশু ভালো কারণ তিনি আমার পাপকে শুদ্ধ করলেন এবং আমাকে পরিত্রাণের আনন্দ দিলেন। আমি তখন বুঝতে পারলাম যে সুসমাচার প্রতিটি ব্যক্তির জন্য, তাদের অনন্তকাল শান্তিতে কাটানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি চেয়েছিলাম যে আমার স্বামীকেও এই শান্তি অনুভব করতে হবে। আমি উপবাস সহকারে প্রার্থনা শুরু করলাম। যীশু আমার প্রার্থনার উত্তর দিলেন, এখন আমি ও আমার পরিবার প্রভুর উপাসনায় রত আছি। ঈশ্বরের প্রশংসা করি কারণ তিনি আমাদের উপাসনা, প্রার্থনা সভা এবং বাইবেল অধ্যয়নের জন্য একটি পরিবার হিসাবে বহন করে নিয়ে চলেছেন। এখন আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সাথেও সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে তারাও অনন্তকালীন রাজ্যের অংশ হতে পারে। - জ্যোতি নতুন বিশ্বাসী

পূর্ণসময়ের কর্মীর প্রয়োজন...

যে সকল যুবকেরা প্রভু যীশুকে তাদের ব্যক্তিগত পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করেছে, যেখানে সুসমাচার পৌঁছায়নি, সেখানে তা পৌঁছে দেবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, তাদের আমরা ইব্রা শিবিরে যোগ দেবার জন্য আহ্বান করছি।

তাদের বয়স অবশ্যই যেন ৩০ বৎসরের মধ্যে হয় এবং তারা ইতিপূর্বে অন্য কোন খ্রীষ্টিয় সংস্থায় যুক্ত ছিলেন না। তাদের নুন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ১০ ক্লাস উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের যে কোন স্থানে পরিবার সহ সেবাকাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ইব্রা শিবিরে যোগ দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় ফর্ম পাবার জন্য আবেদন করতে পারেন।

(বিশ্ববাণী, ৪৪ কলাগাছিয়া রোড, হাঁসপুকুর, জোকা,
কোলকাতা – ৭০০১০৪, ফোন নং – ৭০৪৪০৭৩৭০৭, ৯৮৩৬২০৯৪৯৯)

ঈশ্বরের বাক্য জ্যোতিস্বরূপ

আমার নাম জন বেক। যদিও আমি এক জন শিষ্যের নাম ধারণ করেছি তথাপি আমার এবং যীশুর মধ্যে একটি বড় ব্যবধান রয়েছে। আমি এই জগতে যা চেয়েছিলাম সব পেয়েছিলাম কিন্তু তার পরেও সংসারের অসারতায় আটকে পড়ে মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমি জীবিত ঈশ্বরের সন্ধানে আমার যাত্রা শুরু করেছিলাম। আমার জীবন ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিল একবার বা দুবার নয় অনেকবার। অবশেষে আমার পরিত্রাণের ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছি। আমি আমার বন্ধুর মাধ্যমে ছত্তিশগড়ের সালাইনগড় ক্ষেত্র থেকে মিশনারীর শিক্ষা শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথমবার আমি পবিত্র বাইবেল থেকে তাঁর বাক্য শুনেছিলাম। আমি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সেই বাইবেল থেকে খুঁজে পেয়েছি যা আমার হৃদয়কে শান্তি দিয়েছে। আমি যীশু নামের আলো খুঁজে পেয়েছি। আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে শেয়ার করছি কিভাবে স্বর্গীয় ঈশ্বর পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। আমি মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য ভাগ করার জন্য নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছি। প্রভুর ধন্যবাদ হোক! - জন বেক, ছত্তিশগড়

কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ?

শুরু করা? চালিয়ে যাওয়া? না কি কাজ শেষ করা?

- ইম্মানুয়েল জ্ঞানরাজ, প্রেয়ার নেটওয়ার্ক

এটি কোন তর্কের বিষয় নয় যেখানে তিনটি দল নিজেদের মত দেবে।আমাদের ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই যে রোপন, বৃদ্ধি এবং ছেদন করা কি বিষয়।

সুসমাচার প্রচার কাজ কি? কিভাবে আমরা এই কাজে এগোব? এই কাজে আমাদের অবদান কি হবে? আমরা এই লেখায় প্রশ্নগুলির অন্বেষণ করব।

সাধু পৌল ১ করিন্থীয় ৩ অধ্যায়ে সুসমাচার প্রচারে তার যে ভূমিকা রয়েছে তার কথা বলেছিলেন– সেই সময় করিন্থীয় মণ্ডলীতে নানা প্রকার ঈর্ষা, ঘৃণা এবং প্রতিশোধপরায়ণতা দেখা গেছিল। আসুন আমরা ধ্যান করি সাধু পৌল এই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কিভাবে সেগুলির মোকাবিলা করেছিলেন। মানুষ যা দর্শন দেখে সেই অনুসারে কাজ করে তা পূর্ণ করা উচিত। এমমকি বর্তমানেও আমরা মণ্ডলীগুলির মধ্যে গর্ব, ঝগড়া নানা প্রকার মতভেদ ইত্যাদি দেখতে পাই। এই অধ্যায়ে সমাধান হিসাবে পৌল যার প্রতি মনোনিবেশ করতে বলেছেন সেটি করলে ভালো হয়।

১করিন্থীয় ১:১৩ পদে পৌল যেমনটি বলছেন, 'খ্রীষ্ট কি বিভক্ত?' আমরা কোন কিছু নিয়েই গর্ব করতে পারিনা কারণ আমরা প্রভুর জন্য কাজ করছি। এটি বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে সাবাধানবাণী হিসাবে দেওয়া হয়েছে যারা মণ্ডলীর অংশ এবং খ্রীষ্টের দেহ।

সুসমাচার প্রচার আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমরা সুসমাচার ঘোষণা করি বলে আমাদের গর্ব করার মতো কিছু নেই। কোন মানুষই অন্য কোন মানুষের চেয়ে ভালো নয়। আর সেই কারণে পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীকে সাবধান করেছেন। ১করিন্থীয় ৩:৫ পদটি স্মরণ করুন, 'ভালো আপোল্লো কি? আর পৌল কি? তাহারা তা পরিচারকমাত্র, যাহাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হইয়াছ; আর এক এক জনকে প্রভু যেমন দিয়াছেন।

রোপন করা কি?

আমরা অনেকসময় আদিপুস্তক ৮:২২ পদের কথা মনে করি, ''যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ শস্য বপনের ও শস্য ছেদনের সময়...এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না।'' আমরা হয় বীজ বপন করি বা চারাগাছ রোপন করি। সুসমাচার প্রচার করাও অনুরূপ ভাবে মানুষের হৃদয়ে স্বর্গের সুসমাচার বপন করা যে, প্রভু যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষের পাপ ক্ষমা করতে এবং অনন্ত জীবন দিতে। যারা তা বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করবে তারা সেই জীবনের অধিকারী হবে আর এই বার্তা ঘোষণা কেবল এই কাজের শুরু মাত্র এর সাথে আসে তাদের শিষ্য করে তোলা। সুতরাং সুসমাচার ঘোষণার কি প্রয়োজন নেই? অন্য পরিচর্য্যার কাজের থেকে তা গুরুত্বর দিক দিয়ে বেশী না কম সেই বিষয়ে তর্ক করার কোন অর্থ হয় না। রোমীয় ১০:১৪ পদে

বলে,'তবে তাহারা যাঁহাকে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে? আর যাঁহার কথা শুনে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে? আর প্রচারক না থাকিলে কেমন করিয়া প্রচার করিবে?" সেই কারণে সুসমাচার প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বর্তমানে বার বার একই স্থানে সুসামচার প্রচার করা হয়ে থাকে। যদি পরিত্রাণের সুসমাচার তাদের কাছে আবার প্রচার করা হয় যারা প্রভু যীশুকে পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করেছে, তবে যারা কখনো সেই সুসমাচার শোনে নি তাদের কাছে কখন সেই সুসমাচার পৌঁছাবে? কখন তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে প্রভু যীশুকে গ্রহণ করবে? এমিল আন্নান একটি অপূর্ব গান গাইতেন, গানের কথাগুলি এইরকম,'যারা সুসমাচার জানে তারা যদি তা প্রচার না করে তবে যারা তা শোনেনি তারা কিভাবে তা বিশ্বাস করবে? বর্তমানে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে আমরা এই প্রচুর শস্য ছেদনের জন্য প্রস্তুত আছি কিনা। আসুন আমরা ভেবে দেখি যাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছায়নি তাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমরা পৌলের মতো উৎসাহী কিনা (২করিন্থীয় ১০:১৬)। আমরা কি যথার্থ স্থানে তা বপন করছি? আমরা যেখানে বাক্য রূপ বীজ বপন করার চেষ্টা করছি সেই স্থান সম্বন্ধে আমাদের যত্নশীল হতে হবে। তা উত্তম ভূমি বা পাথুরে জমি হোক না কেন? বীজ বপন করার ক্ষেত্রে প্রার্থনা হলো প্রধান অস্ত্র। আমরা যে গ্রামে প্রচার করব সেখানে প্রচার করার আগে আমাদের প্রচুর প্রার্থনা করতে হবে। পবিত্র আত্মা মানুষের হৃদয় খুলে দেন যেমনটি তিনি লুদিয়ার ক্ষেত্রে করেছিলেন। আর তখনই এই সুসমাচার বপন করার কাজ সার্থক হবে।

জল সেচন কি?

জল সেচন বীজ বপন নয় কিন্তু মানুষ প্রভু যীশুকে গ্রহণ করার পর যে তাদের প্রতি যে পরিচর্য্যা কাজ চলছে তাকে বজায় রাখা তার ভার বহন করা বা তাকে গেঁথে তোলা। বিশ্বাসীদের নিরাময় শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং বিশ্বাসে বলবান করা, সেই সাথে খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে শেখানো।

বিশ্ববাণীর ক্ষেত্রে যেমন তা অন্বেষীদের জন্য সভার আয়োজন করেই শেষ হয়ে যায় না,কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখে তাদের আত্মিক পুষ্টি সাধন করা, নিয়মিত ভাবে বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাসের সাথে যুক্ত করে তাদের বাইবেলের শিক্ষায় ও জীবনে গেঁথে তোলা।

জল সেচনের কাজ তাই আত্মিক বৃদ্ধি এবং পরিপক্কতার দিকে নিয়ে যায়। এর ফলে ব্যক্তি নিজের জীবনকে সমর্পণ করে নিজ বিশ্বাস স্বীকার করে এবং সক্রিয় ভাবে মণ্ডলীর অংশীদার হয়ে ওঠে।

বাইবেলেসেই অর্থে আপোল্লোর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়মের আপোল্লো অন্যেরা (যেমন পৌল) বিশ্বাসের যে বীজ বপন করছেন তাদের যত্ন নিতেন। অনুরূপে বর্তমানে পরিচর্য্যা কাজে প্রয়োজন যাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়

তাদের পরবর্তী ধাপে তত্ত্বাবধান করার যেন তারা বিশ্বাসে বেড়ে ওঠে।

আপনার বন্ধুবান্ধবদের সাথে সুসমাচার প্রচার করুন এবং তাদের কাছে আদর্শ জীবন যাপন করে সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে উঠুন। তাদের বিশ্বাস স্বীকারের পথে পরিচালিত করুন এবং আপনার মূল্যবান সময়গুলি বুদ্ধিমানপূর্বক ব্যবহার করুন।

বৃদ্ধি কিভাবে আসে

প্রেরিত ২:৪৭ পদে লেখা আছে, ''আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন।'' যীশু মথি লিখিত সুসমাচারের ১৬:১৬-১৮ পদে বলেছিলেন যে তিনি প্রস্তরের উপরে নিজের মণ্ডলী গড়বেন। যাদের পাপের ক্ষমা হয়েছে এবং যারা তাঁর নাম বিশ্বাস করে, পবিত্র আত্মা তাদের তাঁর দেহরূপ মণ্ডলীর সাথে যুক্ত করেন এবং তারা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠে। এই ভাবে শস্য গোলায় আসলে মণ্ডলীতে বৃদ্ধি আসে। পবিত্র আত্মা প্রথম ধাপে আমাদের পাপ সম্বন্ধে চেতনা দান করেন এবং সেইসাথে ধার্মিকতা এবং বিচার সম্বন্ধে জানান (যোহন ১৬:৮–১১)। দ্বিতীয় ধাপে তাঁর বাক্য শুনে যাদের অন্তরে শেল– বিদ্ধ হয় তারা মণ্ডলীতে যুক্ত হয়ে সেই বৃদ্ধি নিয়ে আসে (প্রেরিত ২:৩৭–৩৮)। তৃতীয় ধাপে বিশ্বাসীরা সমবেত হয়ে তাঁর আরাধনা করে (প্রেরিত ১৩:১,৩)। চতুর্থ ধাপে তারা মিশনারী প্রেরণ করার জন্য দায়িত্বভার গ্রহণ করে। প্রভু আপনাদের পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সুসমাচার প্রচারের কাজে পরাক্রমের সাথে ব্যবহার করুন।

আহ্বান পাবার প্রয়োজনীয়তা

অনেক জরুরী প্রয়োজন রয়েছে— পূর্ণ সময়ের কর্মীদের জন্য যারা দিন রাত প্রভুর পক্ষে আত্মা জয়ের কাজ করবে— কারণ শস্য প্রচুর কিন্তু কর্মী অল্পই রয়েছে।

এখানে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ের তালিকা দেওয়া হলো। এটি প্রার্থনা সহকারে পড়ুন এবং এই প্রয়োজন মেটাতে অংশগ্রহণ করুন এবং আশীর্বাদ লাভ করুন।

৫০০০টি কোকবোরক ভাষায় বাইবেলের (প্রতিটির মূল্য ৫০০টাকা) জন্য ২৫,০০,০০০ টাকার প্রয়োজন।

২২৫টি সাইকেলের (প্রতিটির মূল্য ৬০০০ টাকা) জন্য ১৩,৫০,০০০ টাকার প্রয়োজন।

৬৬০টি বাদ্যযন্ত্রের জন্য (প্রতিটির মূল্য ১০০০ টাকা) ৬,৬০,০০০ টাকা প্রয়োজন।

১৩০০টি মাদুর বা সতরঞ্জির (প্রতিটির মূল্য ৫০০ টাকা) জন্য ৬,৫০,০০০ টাকার প্রয়োজন।

৬০০টি টর্চের (প্রতিটির মূল্য ২০০ টাকা) জন্য ১,২০,০০০ টাকার প্রয়োজন।

৫০টি মোটর সাইকেলের জন্য (প্রতিটির মূল্য ৭৫,০০০ টাকা) ৩৭,৫০,০০০ টাকার প্রয়োজন।

২০০টি পাবলিক অডিয়ো সিসটেমের (প্রতিটির মূল্য ২৫,০০০ টাকা) জন্য ৫০,০০,০০০ টাকার প্রয়োজন।

ক্ষেত্র সমাচার
ধন্যবাদ ও প্রার্থনা

'তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নূতন গীত গাও,
কেননা তিনি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন;
তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ও তাঁহার পবিত্র বাহু তাঁহার পক্ষে পরিত্রাণ সাধন করিয়াছেন"। গীত: ৯৮:১

পাঞ্জাব

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ১২ জন যুবক খ্রীষ্টের প্রেম লাভ করেছে এবং তারা সেই সাক্ষ্যকে অন্যদের কাছে তুলে ধরছে। ৫২ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে প্রভু যীশুকে নিজের মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করেছে। বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় ৫০টি নতুন পরিবার যোগদান করেছে। ২০ জন প্রভুর কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: ১৫টি গ্রামে যুবকদের সভাগুলি যেন সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। পৌষ মাণ্ডি গ্রামে চার্চ নির্মাণের সকল প্রতিবন্ধকতাগুলি যেন দূরিভুত হতে পারে। অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ৪০ জন প্রভুতে রক্ষা পেয়েছে তারা যেন তাঁর বাক্যে বৃদ্ধি পেতে পারে। ভাই জোগীন্দর পাল ড্রাগের নেশায় আসক্ত, প্রভু যেন তাকে নেশা থেকে মুক্তি দান করেন।

উত্তরাখণ্ড

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ৭৪ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে চলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। খাতিমা অঞ্চলে নতুন ১১টি আরাধনা দল তৈরী হয়েছে। ৬ জন নতুন মানুষ লেগ সেন্টারে যোগদান করেছে। ৭৯ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। হাল্লেলুইয়া!

প্রার্থনা করবেন: অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ৪৯ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণে সুযোগ পেয়েছে প্রভু যেন তাদের রক্ষা করেন। ১৭ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। শিব কুমার মিশনারীরূপে সুসমাচার প্রচার কাজে যোগদান করেছে প্রভু যেন তাকে গ্রামগুলিতে পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহার করেন। মিশনারী মনিশ কুমার টি.বি. রোগে কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন তাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা দান করেন।

হরিয়ানা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: আসওয়ারপুর গ্রামের বোন পিঙ্কি ও তার পরিবার খ্রীষ্টের শান্তির সাক্ষ্যকে বহন করে চলেছে। শিরষা জেলার ভামবোর এবং ওড্ডাম গ্রামে ঈশ্বরের সন্তানদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। শেরগড় বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় নতুন ২টি পরিবার যোগদান করেছে। ভারোখেরা গ্রামের রোহিত ও তার পরিবার প্রভুর সেবাকাজে যোগদান করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: ফদেতাহাবাদ এবং সোনিপেট জেলাতে যেন গ্রাম সার্ভের কাজ ধারাবাহিক ভাবে হতে পারে। ভাই রঞ্জীত ও তার পরিবার যেন খ্রীষ্টের শান্তি লাভ করতে পারে। ধান্দ গ্রামের বিশ্বাসীরা যেন আত্মিকতায় বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। আম্বালা এবং কাইথাল অঞ্চলে যেন সুসমাচার প্রচারের জন্য মিশনারী পাওয়া যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ – কোলকাতা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: মিশনারী সরজিৎ বিশ্বাস প্রভুর অনুগ্রহে বিশ্বাসীর দান করা একটি সাইকেল লাভ করেছে। প্রভুর অনুগ্রহে ১৬ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। যুবক ভাই রুতাম মির্জা সুস্থ হয়ে যাওয়ার সাক্ষ্যকে বহন করে চলেছে। ৫৬টি গ্রামে প্রভুর অনুগ্রহে অন্বেষীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: কশবা আরাধনা কেন্দ্রে বিশ্বাসী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪১ জন হয়েছে প্রভু যেন সেখানে চার্চ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমি খুঁজে পেতে সাহায্য করেন। মিশন ক্ষেত্রে ৩৩৭ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণে সুযোগ পেয়েছ তারা যেন প্রভুতে রক্ষা পেতে পারে। গৌতম বাগ ও অর্পণা বাগ দীর্ঘ ৬ বছর বিবাহ হয়েছে কিন্তু তাদের কোন সন্তান নেই প্রভু যেন তাদের কোলে সন্তান দিয়ে কোল পূর্ণ করেন। বর্ধমান জেলার মিশন ক্ষেত্রগুলিতে বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য ১০ জন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেন।

সিকিম

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: দারাপ মিশন ক্ষেত্রে বিশ্বাসী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে

১২২ জন। ২৭৩ জন প্রভুর বাক্য শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ২৫ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন পেয়েছে। মন মায়া ও তার পরিবার নালাথাং বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় যোগদান করেছে।

প্রার্থনা করবেন: সুমন রাসিলাই ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। সিসনেই ও বেরিং গ্রামে ঈশ্বরের বাক্য বীজ আকারে রোপিত হয়েছে প্রভু যেন তা ফলদায়ক করেন। বিশ্বাসী সন্তোষ সুব্বা সুসমাচার প্রচারে বাঁধা পাচ্ছে প্রভু যেন তাকে শক্তি দান করেন।

মণিপুর

প্রভুর ধন্যবাদ হোক: ভাই উদয় সিং ইরিলবুং গ্রামে বাইবেল অধ্যয়নের জন্য গৃহের দরজা খুলে দিয়েছে। ৫ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। আওয়াং বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় নতুন ৩টি পরিবার যোগদান করেছে। ৫৬টি গ্রামে অনুষ্ঠিত অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ১৫১ জন সুসমাচার শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: উমনাম খুনুউ গ্রামে যেন সুসমাচার বিষয়ক সভাগুলি ধারাবাহিক ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। যে সমস্ত বিশ্বাসীরা দাঙ্গার মধ্য দিয়ে তাদের বাস গৃহ ও সম্পত্তি হারিয়েছে এবং তারা রিফিউজি ক্যাম্পে রয়েছে তারা যেন প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। কাস্তুরি মেইটে সুসমাচার প্রচারে বাধা দিচ্ছে প্রভু যেন তার অন্তরে কথা বলেন। কেউনুর গ্রামে সুসমাচার প্রচারে অনেক বাধা আসছে প্রভু যেন সকল বাধা দূর করেন।

ত্রিপুরা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ১৭ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। হারুনপাড়া আরাধনা কেন্দ্রে নতুন সাবুরসিং ও তার পরিবার যোগদান করেছে। মমতা দেববর্মা প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মন্দ আত্মার কবল থেকে মুক্তি লাভ করেছে। বিপুল দেববর্মা সামরাই কামিতে সুসমাচার প্রচার কাজে সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: রামকৃষ্ণা কামিতে অনুষ্ঠিত অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে যেন ফল সংগ্রহ হতে পারে। নতুন বিশ্বাসী হিরণ ও তার পরিবার প্রভুতে কি ভাবে রক্ষা পেয়েছে যেন সেই সাক্ষ্যকে গ্রামগুলিতে বহন করতে পারে। মিশন ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য ৬৭ জন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। রুথায় কামি এবং সেরথাং কামিতে অনুষ্ঠিত আরাধনা দলগুলিতে উপস্থিত বিশ্বাসীরা যেন আত্মিকতায় বৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

আসাম

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: লোপাংটোলা বিশ্বাসীবর্গ একটি অস্থায়ী চার্চ নির্মাণে সমর্থ হয়েছে। ময়নাগুড়ি অঞ্চলে বোরো এবং রাজবংশী জনজাতির লোকেরা সুসমাচার শ্রবণের জন্য গৃহের দরজা খুলে দিয়েছে। মেকরি এবং বকরিংজেনটি ক্ষেত্রের লোকেরা মন্দ আত্মার কবল থেকে মুক্তি লাভ করেছে। হাতিডুবা গ্রামের ১৮ জন প্রথম প্রভুর বাক্য শ্রবণে সুযোগ পেয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: মিশন ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য ৩৬ জন প্রস্তুতি গ্রহণ করছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। যুবক ভাই কুসুম এবং অপুয়েল প্রভু থেকে দূরে সরে গিয়েছে প্রভু যেন তাদের পুনরায় ফিরে আসতে সাহায্য করেন। লক্ষ্মিরাম সুসমাচার প্রচারে বাধা দিচ্ছে প্রভু যেন তার অন্তরে কথা বলেন। দারিদুরি গ্রামের লোকেরা ড্রাগের নেশায় আসক্ত প্রভু যেন তাদের ড্রাগের নেশা থেকে মুক্তিদান করেন।

ঝাড়খণ্ড

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: জিৎ রাম এক সময় সুসমাচার প্রচারে বাধা দিত কিন্তু প্রভু তার অন্তরে কথা বলেন। সে এখন বিশ্বাসীরূপে জীবন শুরু করেছে। কেনাবিটা গ্রামের অনিল ওরাং বিশ্বাসীদের তাড়না দিত কিন্তু প্রভুর অনুগ্রহে বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাসে যোগদান করেছে। ৬৩ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। কালেটা গ্রামে প্রভু অনুগ্রহে বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাস শুরু হয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: মিশনারী দুলার কেরকেট্টা ব্রেণে ক্ষত নিয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি রয়েছে প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। মাঙ্গরা গ্রামে যারা সুসমাচার প্রচারে বাধা দিচ্ছে প্রভু যেন তাদের অন্তরে কথা বলেন। ভারনো মিশন ক্ষেত্রে কুরুক এবং মুণ্ডরী জনজাতির লোকেরা যেন সুসমাচার প্রচারে আগ্রহ প্রকাশ করে। সুলচনা দেবী মদ তৈরীতে ব্যস্ত প্রভু যেন তার অন্তরে কথা বলেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ – জাতাপু

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: জাতাপু মেলাতে ৩৮ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নূতন জীবন লাভ করেছে। প্রভুর অনুগ্রহে ৮টি গ্রামে আরাধনা শুরু হয়েছে। পেদাকারজা বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় ৭ জন নতুন যোগদান করেছে। টোট্টাদি গ্রামে প্রভুর অনুগ্রহে একটি সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি গৃহ নির্মিত হয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: তুম্বাকোন্দা এবং পালেম অঞ্চলে যেন সুসমাচার প্রচারিত হতে পারে। রাস্তা কুন্তিবাঈ গ্রামে সেবাকাজ বৃদ্ধির জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। ৪টি গ্রামে যেন সুসমাচার বিষয়ক সভাগুলি অনুষ্ঠিত হতে পারে। মনমায়ম জেলার প্রত্যন্ত ৩৫টি গ্রামে যেন মিশনারী প্রেরণ হতে পারে।

দিল্লী

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ২৭টি স্কুলে স্কুল ব্যাগ ও বই বিতরণ করতে প্রভু সাহায্য করেছেন। মিশন ক্ষেত্রের ১৭ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। বোন রীণা ও তার পরিবার প্রভুর অনুগ্রহে গৃহেতে শান্তি ফিরে পেয়েছে। সুনীল ও আশা প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: বিশ্বাসীদের সাক্ষের মধ্য দিয়ে যেন প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সুসমাচার প্রচারিত হতে পারে এবং তাদের জীবনের সাক্ষ্যগুলিকে তুলে ধরতে পারে। বোন সারিতা যেন মন্দ আত্মার কবল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। ১১টি গ্রামে অনুষ্ঠিত অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে যারা প্রভুর বাক্য শ্রবণ করেছে তারা যেন প্রভুতে রক্ষা পেতে পারে। ১০৬ জন নিয়মিত বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাসে যোগদান করে চলেছে তারা যেন বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে পারে।

জম্মু-কাশ্মীর

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ভুদয়ানি গ্রামের ৪টি পরিবার পাপের ক্ষমা লাভ করেছে। বিজয়পুর ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে উপস্থিত ১৮০ জন ঈশ্বরের বাক্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। গঙ্গারী গ্রামের ৫ জন প্রভুতে রক্ষা পেয়েছে। রবি শঙ্কর সুসমাচার প্রচার কাজে বাধা দিত। প্রভু তার অন্তরে কথা বলাতে সে এখন বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় যোগদান করেছে।

প্রার্থনা করবেন: দালসার গ্রামে যারা প্রভুর বাক্য শ্রবণ করেছে তারা যেন রক্ষা পেতে পারে। ধানোদি গ্রামের বিশ্বাসীরা চার্চ উৎসর্গীকরণের অপেক্ষায় রয়েছে প্রভু যেন সেটি উৎসর্গীকরণ হতে সাহায্য করেন। সিদ্ধরা ও লাড্ডা গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণ হতে পারে। সুসমাচার প্রচারের জন্য ১০ জন এগিয়ে এসেছে তারা যেন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে মিশন ক্ষেত্রগুলিতে যোগদান করে।

হিমাচল প্রদেশ

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ৯ জন বিশ্বাস স্বীকার সভার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। বারোট বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় ৩টি নতুন পরিবার যোগদান করেছে। গ্রাম সার্ভের মধ্য দিয়ে সুসমাচার প্রচারের জন্য ১০টি চয়ন করা হয়েছে। মিশনারী অঙ্কিত কুমার প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সন্তান লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: মিশন ক্ষেত্রগুলিতে অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ১৮০ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণ করেছে তারা যেন বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারে। দোলে মিশন ক্ষেত্রে সকল বাধাকে প্রভু যেন অতিক্রম করতে সাহায্য করেন। বাঙ্গরাম গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের কাজ সুন্দর ভাবে হতে পারে। ২২৩টি গ্রামে মিশনারীরা কঠিন পরিশ্রম করে চলেছে প্রভু যেন এই গ্রামগুলিতে চার্চ নির্মাণ হতে সাহায্য করেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ – সৌরা অঞ্চল

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ৩১ জন প্রকাশ্যে পাপের ক্ষমা পেয়ে নতুন জীবন শুরু করেছে। শ্রীকাকুলাম জেলাতে বাইবেল অধ্যয়ন দল তৈরী হয়েছে। শ্রীরামপুরম, সুরিয়ামনাগারম ও নাগামমাগুডা গ্রামের বিশ্বাসীরা নতুন চার্চ পেয়েছে। ভার্নিকোটা এবং থোসুরাডা গ্রামে বিশ্বাসী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: গানডুরু গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেন নির্মাণ হতে পারে। কোন্ডালেভেডি ক্ষেত্রে সুসমাচার প্রচারের জন্য সঠিক ভাবে সেবাকাজের দল গঠিত হতে পারে। ৩টি গ্রামে অনুষ্ঠিত যুবকদের সভার মধ্য দিয়ে যেন পূর্ণসময়ের কর্মী খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯টি ক্ষেত্রে যেন চার্চ নির্মাণের সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভুত হতে পারে।

রাজস্থান, বান্সয়ারা অঞ্চল

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: কাসারয়াদি গ্রামের কানা মন্দ আত্মার কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। শিলথিয়া গ্রামের হীরা প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। খাটু প্রভু যীশুকে নিজের মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করেছে। ১৬ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: জেলাগুলিতে যেন ধারাবাহিক ভাবে সুসমাচার বিষয় সভাগুলি অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং এই সভাগুলির মধ্য দিয়ে যেন অনেক পরিবার প্রভুতে রক্ষা পেতে পারে। বাগিডোরা তালুকের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যেন সুসমাচার প্রচারের জন্য কর্মী খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বান্সয়ারা অঞ্চলে ২৩৩টি গ্রামে যে মিশনারীরা কাজ করছে তারা যেন ফলদায়ক হতে পারে। গানোডা অঞ্চলে সুসমাচার প্রচারের জন্য যেন মিশনারী খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

উত্তরপ্রদেশ–লক্ষ্মৌ অঞ্চল

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: মহম্মদপুর গ্রামে চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। বারুয়ালা বিশ্বাসীবর্গেরা প্রভুর অনুগ্রহে চার্চ নির্মাণের জমি পেয়েছে। মনোজকুমার সুসমাচার প্রচারের জন্য গৃহের দরজা খুলে দিয়েছে। রাজানগাদি গ্রামের নতুন বিশ্বাসী অনিল কুমার তার বাস গৃহটি আরাধনা করার জন্য খুলে দিয়েছে। বিজিয়াপুরয়া গ্রামের ৫টি পরিবার সুসমাচারের পরশ লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: বোন পূজা ও তার পরিবার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যেন সন্তান লাভ করতে পারে। কালুয়া গ্রামে যারা সেবাকাজে বাধা দিচ্ছে প্রভু যেন তাদের অন্তরে কথা বলেন। লালপুর গ্রামে যেন বিশ্বাসীদের সভা ধারাবাহিক ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সারাই গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে।

বিহার

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: জম্মু জেলাতে গ্রাম সার্ভের মধ্য দিয়ে ২৫টি গ্রাম সুসমাচার প্রচারের জন্য চয়ন করা হয়েছে। মিশন ক্ষেত্রে ২৭ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। ৯৮টি গ্রামে প্রভুর সুসমাচার পৌঁছেছে। ৯৮টি গ্রামের মানুষ প্রেমের পরশ লাভ করেছে। ২০ জন প্রভুতে পাপের ক্ষমা লাভ করেছে এবং তারা গ্রামগুলিতে সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

প্রার্থনা করবেন: ৩০৫ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণে সুযোগ পেয়েছে তারা যেন খ্রীষ্টেতে রক্ষা পেতে পারে। গ্রামগুলিতে যেন সামাজিক উন্নয়নের কাজগুলি সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। মিশন ক্ষেত্রে ২০ জন যুবক সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে চলেছে তারা যেন প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারে। মিশন ক্ষেত্রে ১০টি আরাধনা দলে বিশ্বাসী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পাকা চার্চের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে প্রভু যেন সেই আরাধনা দলগুলিতে পাকা চার্চ নির্মাণ হতে সাহায্য করেন।

উড়িষ্যা – গজপতি ও গঞ্জাম জেলা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: নোলাসিং গ্রামে অনুষ্ঠিত অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ২০০ জন মানুষ উপকৃত হয়েছে। অন্ধারী গ্রামের বিশ্বাসীরা প্রভুর অনুগ্রহে নতুন চার্চ পেয়েছে। জিরাঙ্গো গ্রামে মিশনারীদের জন্য বিশ্বাসীবর্গেরা দুটি মোটর সাইকেল দান করেছেন। ২৪ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: পাত্রপুর তালুকে ১০ জন মিশনারী যেন পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। ইলুমেটা গ্রামের বিশ্বাসীরা যেন প্রভুর আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারে। ২৭৩ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। আগেদা এবং খামবারিসাহি গ্রামের মানুষেরা যেন পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

মধ্যপ্রদেশ

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ৩২ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। রাহেল গ্রামে হরি নারায়ন ও তার পরিবার খ্রীষ্টের সাক্ষ্যকে গ্রামগুলিতে বহন করে চলেছে। ভাই অজয় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পক্ষাঘাত থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। বোন অনিতা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১ বছরের মন্দ আত্মার কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: বোন সীমা যেন টি.বি. রোগ থেকে সুস্থতা পেতে পারে। মান্দলা জেলার দিন্দোরী গ্রামে যেন প্রভুর সেবাকাজ শুরু হতে পারে। ৩১৩টি বাইবেল অধ্যয়ন দল যেন আরাধনা দলে পরিণত হতে পারে। নতুন বিশ্বাসী অনুগ্রহ এবং

সন্দীপ তাদের মধ্য দিয়ে পরিবারের সকলে যেন পরিত্রাণের আনন্দ পেতে পারে।

গুজরাট - সুরাট জেলা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: প্রভুর অনুগ্রহে ৫টি নতুন গ্রামে প্রভুর সুসমাচার পৌঁছেছে। ১২ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। জাখালা গ্রামে চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। বোন সারধা বেনের মধ্য দিয়ে পরিবারের অন্য ৫ জন পরিত্রাণের আনন্দ লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: বালদা এবং পালোদ গ্রামের লোকেরা যেন প্রভুর বাক্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। দিব্বেশ ভাই মানসিক ভাবে অসুস্থ প্রভু যেন তাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা দান করেন। মোরিথা এবং জুনামালধা গ্রামে যেন ধারাবাহিক ভাবে অন্বেষীদের সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

মহারাষ্ট্র

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ৩৫ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। বিনোদ পাটিল এবং মঙ্গলভাই কোলে তারা দুজনে নতুন নিয়ম গ্রহণ করেছে ও তারা আগ্রহ সহকারে তা পড়া শুরু করেছে। সুকদি গ্রামে বিশ্বাসীরা প্রভুর বাক্য প্রচারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। নিভরুতি এবং জশয়ান্ত বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাসে যোগদান করেছে।

প্রার্থনা করবেন: দুলে এবং নান্দুরবার জেলাতে যেন ভীল জনজাতির মানুষদের নিয়ে মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে। দেবাই মন্দ আত্মার কবলে রয়েছে প্রভু যেন তাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা দান করেন। হিপ্পারগা ক্ষেত্রে বিশ্বাসী সংখ্যা যেন বৃদ্ধি পেতে পারে। ৪০ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে প্রভু যেন তাদের আত্মিকতায় বৃদ্ধি দান করেন।

তেলেঙ্গানা-হানমাকোণ্ডা অঞ্চল

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ভীমপুর তালুকে গ্রাম সার্ভের মধ্য দিয়ে ১০টি গ্রাম সুসমাচার প্রচারের জন্য চয়ন করা হয়েছে। ৪ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। কোম্মুগুদেম ক্ষেত্রে যারা সুসমাচার প্রচারে বাধা দিচ্ছিল তারা এখন বাধা দেওয়া বন্ধ করেছে। কুপটি এবং ভাট্টুপাল্লী গ্রামের মানুষেরা প্রভুর বাক্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: নিপ্পানী গ্রামে সুসমাচার প্রচারের জন্য গৃহের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। ধাবা গ্রামের লোকেরা যেন পানীয় জল ও রাস্তা পেতে পারে। গোন্ডি গ্রামের মিশনারীর জন্য একটি মোটর সাইকেলের প্রয়োজন আছে প্রভু যেন তার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। থাদিহাটনুর ও গুট্টগুডেম গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। .

ONLINE BANK DETAILS FOR SUBSCRIPTION

A/C Name: VISHWA VANI SAMARPAN
Bank: STATE BANK OF INDIA
A/C No.: **1040 845 3024**
IFSC Code: **SBIN0003870**
Branch: ANNANAGAR WEST, CHENNAI

We request you to share your transaction reference to acknowledge with receipt

✆ 044-26869200

বিশ্বাসের ধাপ

আমার বয়স এখন ১৯ বছর। সবে কিশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছি। আমি জীবনে উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করে চাকরী করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছিলাম। কিন্তু এক দিনেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আমি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলাম। এই সময় আমার বাবা চিকিৎসার জন্য ৭০০০০ টাকা খচর করাতে আর্থিক সংকটের মুখে পরে গেলাম। এই সময় কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াইনি।

পরবর্তী সময়ে ঈশ্বর আমাদের বাড়িতে এক দূরবর্তী আত্মীয়কে আমাদের সহভাগিতার জন্য পাঠিয়েছিলেন আর তিনি বলেছিলেন যে মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব তা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব। তিনি আমাদের গুজরাটের পিপালওয়ান ক্ষেত্রের মিশনারীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের যীশুর অনেক অলৌকিক সাক্ষ্য শোনালেন। শেষে তিনি আমাদের জন্য প্রভু যীশুর নামে প্রার্থনা করলেন। আজ আমি দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারছি। এটা আমার প্রচেষ্টার দ্বারা নয় কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে যিনি আমাকে স্পর্শ করেছিলেন! আমার বাবাও বুঝতে পেরেছিলেন প্রভু খ্রীষ্ট তিনি আমাকে সুস্থ করেছেন। বর্তমানে আমরা তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছি। আজ আমাদের বাড়ি একটি সুসমাচার প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রভু আমাদের বিশ্বাসের পদক্ষেপগুলিকে শক্তিশালী করুন এবং আমাদের নতুন চার্চে বিশ্বাসীদের আত্মিকতায় বৃদ্ধি করুন। - হিরাল বেন ভাসাভা, গুজরাট!

ONLINE BANK DETAILS FOR SUBSCRIPTION

Bank : State Bank of India A/C Name: VISHWA VANI
A/C No. : **1015 1750 252** IFS Code : **SBIN0003273**
Branch : Amanjikarai, Chennai - India.

We request you to share your transaction reference to acknowledge with receipt ✆ 9443127741, 9940332294

UPI ID
vvadmin@sbi
UPI Name:
VISHWAVANI

সাম্প্রতিক সমাচার

বার্ষিক ইণ্ডিয়ার টি.বি. রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে ২০১৫ থেকে ২০২২ সাল পর্য্যন্ত যক্ষ্মার (টি.বি.) প্রকোপ শতকরা ১৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে যা বিশ্বব্যাপী ৯ শতাংশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ইণ্ডিয়ার ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী টি.বি. রোগী বেশী ধরা পড়েছে উত্তরপ্রদেশে এবং তারপর বিহারে।

ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০২৪ অনুসারে ১৪৩টি দেশের মধ্যে ভারত ১২৬ তম স্থানে রয়েছে, পাকিস্তান, লিবিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিনি এবং নাইজেরিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশের পিছনে রয়েছে। এই র‍্যাঙ্কিং ভারতকে তার নাগরিকদের মঙ্গলে বিভিন্ন দিকে উন্নতিতে উৎসাহিত করে। মজার বিষয় হল, ভারতের প্রতিবেশী দেশ চীন ৬০ তম স্থান অর্জন করেছে, তারপরে নেপাল ৯৩, পাকিস্তান ১০৮, মায়ানমার ১১৮, শ্রীলঙ্কা ১২৮ এবং বাংলাদেশ ১২৯। ভারত বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বৃহত্তম বয়স্ক জনসংখ্যার আবাসস্থল, যেখানে ৬০ বছর বা তার বেশী বয়সী ১৪০ মিলিয়ন ভারতীয়।

জাতিসংঘের মতে, বিশ্বব্যাপী প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষের নিরাপদ পানীয় জলের অভাব রয়েছে। উপরন্তু, খারাপ জল, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত রোগগুলি প্রতি বছর ৭৪ মিলিয়ন মানুষের জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে এবং ১.৪ মিলিয়ন মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবের কারণে মারা যায়।

বিশ্বব্যাপী তীব্রভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীন মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর আগে ১৪৯ মিলিয়ন লোক থেকে ২০২৩ সালে ৩৩৩ মিলিয়ন লোকে দাঁড়িয়েছে। এই বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী দ্বারা পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে ৭৮টি দেশে আবহাওয়া এবং জলবায়ুর চরম কারণগুলি উত্তেজক হওয়ার কারণে খাদ্য অভাব দেখা দিচ্ছে।

তিনি আরোগ্যকারী ঈশ্বর

৫০ বছর বয়সী সামাই মুর্ম্মু, একটি অবিশ্বাসী পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন। শৈশব থেকেই তিনি সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করে আসছিলেন। একবার তিনি জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তার স্বাস্থের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার দেখিয়ে সে সুস্থ হতে পারছিল না। তিনি ভাব ছিলেন কিভাবে সে সুস্থতা লাভ করবে। তারপর একদিন, তিনি মিশনারী যাকব টুডুর সাথে দেখা করেন এবং তার অসুস্থতার কথা তার সাথে ভাগ করেন। শোনার পর, মিশনারী তাকে ঈশ্বরের বাক্য থেকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং তাকে মেগা ভয়েস ফেলোশিপে যোগ দিতে বলেছিলেন। তারপর থেকে সে নিয়মিত ফেলোশিপে যোগ দিয়ে ডিভাইস থেকে ভেসে আসা ঈশ্বরের বাক্য শুনতে শুরু করে। ক্রমাগত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা লাভ করে। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা পেয়ে যীশুতে বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন শুরু করেছে। – কর্মী যাকব টুডু, মালডাঙ্গা, দক্ষিণ দিনাজপুর

মূল্যায়ান ও পরিকল্পনা সভাগুলি

দেশজুড়ে ১০টি কেন্দ্রে মূল্যায়ন শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সমগ্র জাতি জুড়ে বিশ্ববাণীর কর্মীদের সহভাগিতা বলবন্ত হয়ে উঠছে। প্রার্থনার সময় এতটাই কার্য্যকারী ছিল যে দর্শনকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছিল। পরবর্তী ছয় মাসের কাজের যে পরিকল্পনা তা খ্রীষ্টের প্রতি মহা বিশ্বাসের সাথে তৈরী করা হয়েছে। প্রভুর প্রশংসা হোক।

লুধিয়ানা (উত্তর ভারত), ৩-৫ এপ্রিল ২০২৪

কোচিন এবং তামিলনাড়ু (কেরালা), ৩-৫ এপ্রিল ২০২৪

বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক), ৩-৫ এপ্রিল ২০২৪

বিজয়য়াড়া (সেন্ট্রাল এ.পি), ৩-৪ এপ্রিল২০২৪

লাগধুয়াল (মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট), ৪-৬ এপ্রিল২০২৪

হানমাকোণ্ডা (উত্তর তেলেঙ্গানা), ৫-৬ এপ্রিল২০২৪

তারাংগাড়া (পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা), ৪-৬ এপ্রিল২০২৪

কুড্ডাপ্পা (সাউথ এ.পি.), ৬-৭ এপ্রিল২০২৪

শিলিগুড়ি (উত্তর ও পূর্ব ভারত), ৬-৮এপ্রিল২০২৪

হায়দ্রাবাদ (দক্ষিণ তেলেঙ্গানা), ৮-৯ এপ্রিল২০২৪

RNI REGD. NO. AP BEN/2000/1612 | POSTAL REGD. NO. HQ/SD/315/2024-2026 - BENGALI | DATE OF PUBLICATION 27.04.2024
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT - PMG/TS/HQR/SC-02/WPP/2024-2026
Return Requested: VISHWAVANI SAMARPAN
1-10-28/247, Anandapuram,
ECIL Post, Hyderabad-500062.

যারা রোদন সহকারে বপন করে তারা আনন্দ সহকারে শস্য কাটবে।
যিনি বৃদ্ধিদাতা সেই ঈশ্বরের কারণেই তা সম্ভব। হালেলুইয়া।

BAGHUAPAL, ODISHA - 15.03.2024

LOGILI, A.P. - 18.03.2024

PONUGODU, TELANGANA - 20.03.2024

ELUMETA, ODISHA - 23.03.2024

SAINDANIPADA, MAHARASHTRA - 23.03.2024

Y.SRIRAMAPURAM, A.P. - 24.03.2024

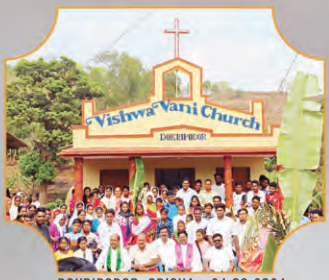

DOKRIPODOR, ODISHA - 24.03.2024

NAGAMMAGUDA, A.P. - 24.03.2024

GULTARE, MAHARASTHRA - 30.03.24

GADIPALLIVALASA, A.P. - 30.03.2024

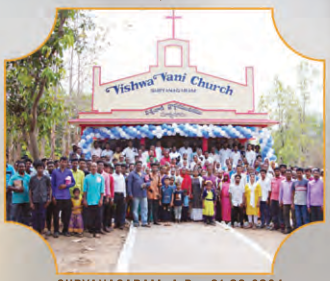

SURYANAGARAM, A.P. - 31.03.2024

TOTTADI, A.P. - 31.03.2024

VISHWA VANI SAMARPAN - BENGALI - LANGUAGE
Printed and Published by P. Selvaraj on behalf of VISHWA VANI, a registered society (Regn. No.17871 of 1987)
and printed at CAXTON Offset Pvt. Ltd., 11-5-416/3, Red Hills, HYD-04. and published at 1-10-28/247,
Anandapuram, ECIL Post, HYD-62. **POSTING DATE: 30.04.2024** EDITOR: P. SELVARAJ.